চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 15 January, 2020 ■ আগরতলা, ১৫ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২৯ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলা

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ বিনয় ও মুকেশের কিউরেটিভ পিটিশন

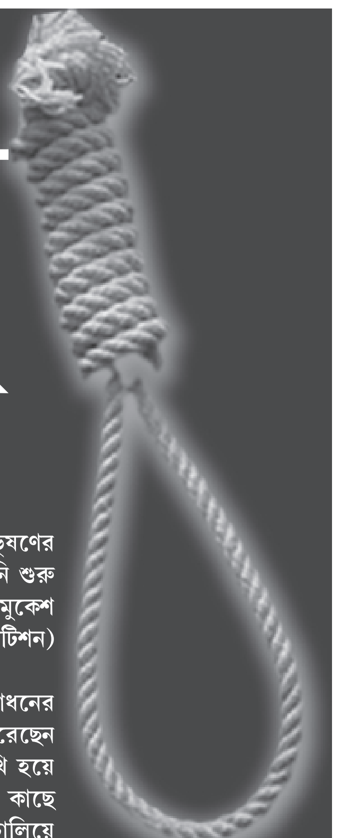

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.)।। সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে গেল ২০১২ দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামী বিনয় কুমার শর্মা এবং মুকেশ সিংয়ের রায় সংশোধনের আর্জি (কিউরেটিভ পিটিশন)। নির্ভয়া গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় ৪ জন দোষীর বিরুদ্ধে সম্প্রতি মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। আগামী ২২ জানুয়ারি সকাল সাতটায় তিহাড় জেলে চার দোষী, যথাক্রমে-পবন গুপ্তা, মুকেশ সিং, বিনয় কুমার শর্মা এবং অক্ষয় ঠাকুর সিংকে ফাঁসিতে ঝোলানোর নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। কিন্তু, গত ৯ জানুয়ারি নির্ভয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয় রায় সংশোধনের আর্জি (কিউরেটিভ পিটিশন)। এই মামলায় ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত চার জনের মধ্যে এই আবেদন করেছিল বিনয় কুমার শর্মা এবং মুকেশ সিং। দোষী বিনয় এবং মুকেশের রায় সংশোধনের আবেদনের শুনানি শুরু হয় মঙ্গলবার বিকেলে। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এন ভি রামানা, বিচারপতি অরুণ মিশ্র, বিচারপতি আর এফ নরিম্যান, বিচারপতি আর বানুমতী এবং বিচারপতি অশোক ভূষণের বেঞ্চে শুরু হয় রায় সংশোধনের আর্জি। শুনানি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনয় কুমার শর্মা এবং মুকেশ সিংয়ের রায় সংশোধনের আর্জি (কিউরেটিভ পিটিশন) খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতছ।

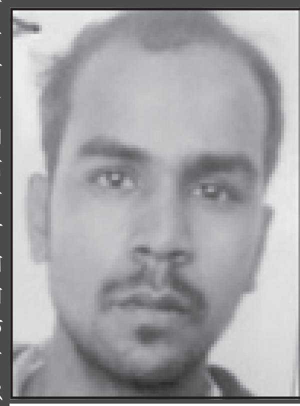

মুকেশ সিং।

বিনয় শর্মা।

শীর্ষ আদালতে বিনয় ও মুকেশের রায় সংশোধনের আর্জি খারিজ হয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন নির্ভয়ার মা আশাদেবী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশাদেবী জানিয়েছেন, 'আজকের দিনটি আমার কাছে অনেক বড় দিনঊ বিগত ৭ বছর ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিঊ তবে, সবচেয়ে বড় দিনটি হবে ২২ জানুয়ারি, যেদিন দোষীদের ফাঁসি দেওয়া হবে।

গত ৭ জানুয়ারি নির্ভয়া গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় দোষীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেছিল দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। একইসঙ্গে আদালত জানিয়ে দিয়েছিল, দোষীরা চাইলে রায় সংশোধনের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানাতে পারেঊ ক্ষমাভিক্ষাও করতে পারে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তীর্থমুখে ঐতিহ্যবাহী পৌষ সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন

ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এক অনন্য নজির তীর্থমুখ মেলা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

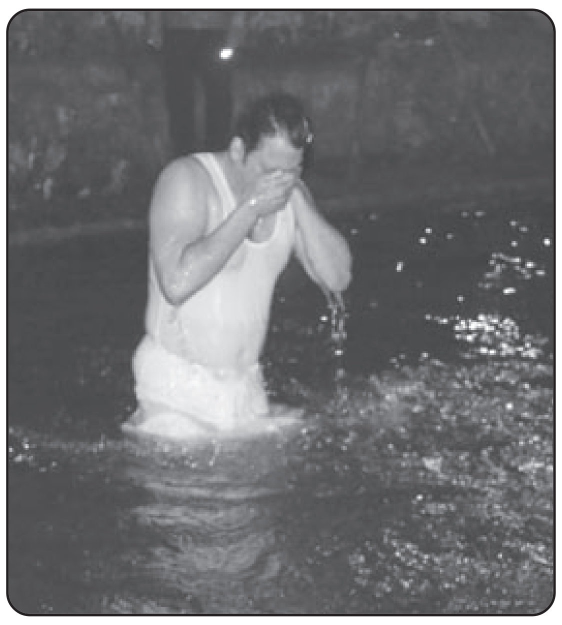

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব আজ তীর্থমুখে ঐতিহ্যবাহী পৌষ সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন করেন। দুইদিনব্যাপী এই মেলা রাইমা-সাইমা নদীর পূণ্য সঙ্গমস্থল তীর্থমুখে শুরু হয়েছে। মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমী রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এক অনন্য নজির তীর্থমুখ মেলা। আদিকাল থেকে জাতি জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে আসছে এই মেলা। তবে কবে থেকে এই মেলা শুরু হয়েছিল তা আজও অজানা। তিনি আরও বলেন যে ইংরেজরা ২০০ বছর এবং মোঘলরা ৬০০ বছর ভারতে শাসনকার্য চালানোর সময় ভারতের সংস্কৃতিকে নষ্ট করার চক্রান্ত করেও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নষ্ট করতে পারেনি। তাই এই সংস্কৃতি আজও স্বমহিমায় বহমান। তীর্থমুখ মেলায় লক্ষাধিক পূণ্যার্থীর সমাগম এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের শাসনকালে রাজ্যের জনজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নে ১৮টি একলব্য মডেল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ডি সিকে অধিক ক্ষমতায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং পর্যটকদের কাছে পর্যটন স্থলগুলিকে আরও আকর্ষনীয় করার লক্ষ্যে নারকেলকুঞ্জকে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। খুব সহসাই তা বাস্তবায়িত হবে। তিনি বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে আগরতলা বিমান বন্দরের নাম রাখা হয়েছে। কারণ বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার অন্যতম রূপকার। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্য সরকার তাঁর জন্ম দিনকে সরকারি ছুটি হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং গড়িয়া পূজা উপলক্ষে সরকারি ছুটি এক দিনের পরিবর্তে দুইদিন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উত্তরপ্রদেশের জলসম্পদ দপ্তরের মী মহেন্দ্র সিং। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ বিরোধীরা দেশে ভয়ের পরিবেশ কায়েম করেছে, উষ্মা প্রকাশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন নিয়ে দেশে ভয়ের পরিবেশ কায়েম করা হচ্ছে। তাতে, দেশের শুধুই ক্ষতি হচ্ছে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা সফরে এসে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন নিয়ে দেশজুড়ে বিরোধিতায় এইভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় ধোত্রে। তাঁর সাফ কথা, ওই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য হয়েছে, কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়।

এদিন তিনি বলেন, লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বিজেপি ছাড়াও অন্য রাজনৈতিক দল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সমর্থন করেছে। তবেই, ওই বিল সংসদে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। অথচ, সারা দেশে ওই আইনের বিরোধিতায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন নিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার এটিএম হ্যাকারের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। এটিএম হ্যাক কান্ডে ধৃত ৪ হ্যাকারকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

ত্রিপুরার সর্ববৃহৎ এটিএম হ্যাক-র ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে চার বিদেশী নাগরিককে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে বহু তথ্যের উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। সে মোতাবেক আগরতলা লঙ্কামুড়া ঘোষপাড়ার বাসিন্দা সুশান্ত ঘোষকে এটিএম হ্যাক-র সাথে জড়িত সন্দেহে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ নয়া বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনে মনোনয়ন জমা নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা হবে। সূত্রের খবর, ডাঃ মানিক সাহা বিজেপির নতুন প্রদেশ সভাপতি হচ্ছেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর বিজেপি প্রদেশ সভাপতির নির্বাচনের সূচি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু, দলীয় কারণে তখন নতুন সভাপতি নির্বাচন সম্ভব হয় নি। তবে, বুথ, মণ্ডল এবং জেলা স্তরে সভাপতি নির্বাচনী প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য, সিপাহীজলা জেলা বিজেপি সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া এখনো বকেয়া রয়েছে।

সম্প্রতি বিজেপি হাই কমান্ড রাজ্যগুলিকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়। সে মোতাবেক ত্রিপুরাতেও বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের তোরজোর শুরু হয়। বর্তমানে বিজেপি প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রভারি প্রদ্যুৎ ধর বলেন, দিল্লি থেকে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি নির্বাচন প্রভারি মহেন্দ্র সিং এসেছিলেন। তিনি ওই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। প্রদ্যুৎবাবুর কথায়, মনোনয়নের জন্য পুরোনো ফর্ম বাতিল করা হয়েছে। মহেন্দ্রবাবু আজ নতুন ফর্ম সাথে করে এনেছেন। তিনি মনোনয়ন জমা নিয়ে দিল্লি ফায়ার গেছেন। আগামীকাল ত্রিপুরায় বিজেপির নতুন প্রদেশ সভাপতির নাম ঘোষণা হবে, জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ ধর।

সূত্রের দাবি, প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেবের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বর্তমানে ত্রিপুরা ক্রিকেট

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ১৭ই, বসবে দুইদিনের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন তথা বিশেষ অধিবেশন ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। দুই দিনের জন্য বসবে অধিবেশন। প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হবে রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে। সে মোতাবেক রাজ্যপাল রমেশ বৈস ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে ভাষণ দেবেন।

অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এসটি-এসসি সংরক্ষণ ১০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করেছে। স্বাভাবিকভাবে ওই আইন রাজ্যে কার্যকরের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিধানসভার অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। মূলত, এসটি-এসসি সংরক্ষণ আইনের জন্যই বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী মার্চে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বসবে। সে-ক্ষেত্রে এখনই অধিবেশন ডাকার প্রয়োজন ছিল না। তাই, এই অধিবেশন দুই দিনের হবে, বিএসি-র বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষের কথায়, শুক্রবার অধিবেশন শুরু হবে। ওইদিন রাজ্যপাল ভাষণ দেবেন। সাথে, ওইদিনই ত্রিপুরা সরকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বরখাস্ত আরেক পাম্প অপারেটরকে ১৫ দিনের মধ্যে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় ফের বরখাস্ত পাম্প অপারেটরকে ১৫ দিনের মধ্যে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশিষ তালপাত্র এই রায় দিয়েছেন।

এ-বিষয়ে আইনজীবী বিপ্লব দেবনাথ বলেন, খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাম্প অপারেটর তপন বিশ্বাসকে লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের সুপারিশে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ২০১১৯ সালের ১ ডিসেম্বর এক চিঠি দিয়ে তাকে বরখাস্তের পাশাপাশি প্রীতম চক্রবর্তীকে নিয়োগপত্র দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। তিনি জানান, পঞ্চায়েত সচিব তার বাড়িতে গিয়ে সাদা কাগজে সই নিয়ে পাম্প হাউসের চাবি নিজের হেফাজতে নিয়েছিলেন। এরপর তিনি জানতে পারেন তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিপ্লববাবু বলেন, তাঁর মক্কেল ১২ বছর ধরে পাঁ অপারেটরের কাজ করছেন। ওই পদক্ষেপের বিরোধিতায় তপন বিশ্বাস ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন, বলেন আইনজীবী বিপ্লব দেবনাথ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাই ২৫ দোকান, ৪টি বাড়ি সহ বাজার সেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল জম্পুইজলা মহকুমাধীন বিদ্ধিবাজারের সমস্ত দোকান। সাথে ৪টি বাড়ি ও বাজার সেড পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মঙ্গলবার রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ বিদ্ধিবাজারে আগুন লাগে। মুহুর্তের মধ্যে আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জম্পুইজলাতে কোনও দমকল কেন্দ্র নেই। ফলে, জিরানীয়া এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়েও শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিদ্ধিবাজারে ২৫টি দোকান,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ১৬ই ফের চুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ১৬ জানুয়ারি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার এবং ব্রু শরণার্থী সংগঠনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হবে। তবে, ব্রু শরণার্থী সংগঠনের নেতা ব্রুনু মসা দাবি করেন, ওই চুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তাদের সাথে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি।

মাথা ন্যাড়া করে অর্ধ নগ্ন হয়ে আইপিএফটির অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় শাসক জোট আইপিএফটি-র পুরুষ কর্মীদের অর্ধ নগ্ন হয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। আজ তাতে নয়া সংযোজন, মাথা ন্যাড়া করে অর্ধ নগ্ন হয়ে মিছিলে হাঁটলেন তাঁরা। অবশ্য, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা এবং এনআরসি চালুর দাবির সাথে পৃথক রাজ্যের স্লোগান শরীরে এঁকেছেন ওই কর্মীরা। স্বাভাবিকভাবেই, আইপিএফটি-র শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গত ৬ জানুয়ারি থেকে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) সদর খুমূলুঙ-এ অনির্দিষ্টকালের গন-অবস্থান শুরু করেছে আইপিএফটি। দিন যত গড়িয়েছে শান্তিপূর্ণ ওই আন্দোলন ক্রমেই রূপ বদল করতে শুরু করেছে। ত্রিপুরায় এখন কনকনে ঠান্ডা পড়েছে। অথচ, ওই ঠান্ডায় আইপিএফটি কর্মীরা অর্ধ নগ্ন হয়ে আন্দোলন জারি রেখেছেন।

আজ খুমূলুঙ-এ মিছিল শুরু হওয়ার আগে কয়েকজন কর্মী মাথা ন্যাড়া করেন। গন-অবস্থানস্থলেই তাঁরা মাথা ন্যাড়া করেন। সাথে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা, ত্রিপুরায় এনআরসি চালু এবং পৃথক রাজ্য গঠনের স্লোগান সারা শরীরে এঁকে নেন।

এ-বিষয়ে আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই দলীয় কর্মীরা আজ মাথা ন্যাড়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০ হাজার মেটিকট্রন ধান কিনবে রাজ্য সরকার
পেরোলে সময় বৃদ্ধি ও দিবাঙ্গন নিয়োগ, মন্ত্রিসভায় সায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা শুরু করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে খারিফ মরশুমে প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ৩০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দিয়েছে মসিভা। ১৮ টাকা ১৫ পয়সা দরে এই ধান ক্রয় করা হবে। কৃষকদের কাছে সরাসরি ৫৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা পৌঁছে যাবে। এরফলে সহায়কমূল্য দেওয়ার পরও রাজ্যের কোষাগার থেকে পৃথকভাবে প্রায় ৭ কোটি টাকা খরচ হবে। তিনি তথ্য দিয়ে জানান, যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খারিফ মরশুমে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ১৭ টাকা ৫০ পয়সা দরে ১০ হাজার ৪০০ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করেছে রাজ্য সরকার। এতে রাজ্যের ৫৫০০ জন কৃষক ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা সরাসরি পেয়েছেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরেই রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকা পৃথকভাবে খরচ হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে রবি মরশুমে ১৬ হাজার ৮৭০ মেট্রিকটন ধান রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ১৭ টাকা ৫০ পয়সা দরে ক্রয় করা হয়েছে। এতে রাজ্যের ৮৬২৩ জন কৃষক ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। এরফলে রাজ্যের কোষাগার থেকে ৪ কোটি টাকা পৃথকভাবে খরচ হয়েছে। তিনি আরও জানান, এবার থেকে একজন কৃষক ৩ মেট্রিকটন ধান বিক্রি করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে কৃষকদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, গ্রাম, গরীব কৃষক রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এই সিদ্ধান্তে গ্রামগঞ্জের কৃষকদের অর্থনীতি আরও সুদৃঢ় হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্তরা এবং শ্রমিকদেরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। গ্রাহকরাও গণবন্টন ব্যবস্থায় রাজ্যের সুস্বাদু চাল পাবেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৯৭ ▫ ১৫ জানুয়ারি ২০২০ইং ▫ ২৯ পৌষ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বেসামাল ও ভিলেন নেতাবাবু

উগ্রতা রাজনীতির সাফল্য আনিয়াছে বলা যাইবে না। তবু, কোনও কোনও সময় দায়িত্বশীল নেতারা উগ্রতা দেখান এবং উগ্র, অসাংবিধানিক মন্তব্য করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করেন। দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতাদের যদি এই বেসামাল অবস্থা হয় তাহা হইলে সাধারণ মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে? নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে ভাঙচুরকারীদের, গুলি করিয়া মারা'র নিদান দিয়াছিলেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁহার এই মন্তব্য নিয়া প্রতিপক্ষ শিবির তো বটেই, দলের অন্দরেও সমালোচনার মুখে পড়িয়াছেন। দলের সভাপতির মন্তব্যের বিরোধীতা করিয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। দিলীপবাবুর মন্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলিয়াও আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দিলীপ ঘোষ যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য। ইহার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নাই। 'দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করিয়াছেন দিলীপদা।' সিএএ'র সমর্থনে রবিবার রানাঘাটে দিলীপ আরও বিপজ্জনক বক্তব্য রাখিয়া একেবারে রাজনৈতিক ভিলেন বনিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পঃবঙ্গে সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করার পরও পুলিশ লাঠি গুলি চালায়নি। আসাম-উত্তরপ্রদেশ-কর্ণাটকে আমাদের সরকার শয়তানদের কুকুরের মতো গুলি করিয়া মারিয়াছে। এখানেও ক্ষমতায় আসিলে আমরা সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসকারীদের লাঠি মারিয়া ও গুলি করিয়া মারিব।' পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের এই দায়িত্বহীন মন্তব্যে সমালোচনা মুখর হইয়াছে সব বিরোধী দল। দিলীপ ঘোষকে অসুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নাগরিকত্ব সংশোধনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ২৩ জনকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে উত্তরপ্রদেশে। একথা ঠিক, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া অন্যায়। পুলিশ হাত পা তুলিয়া রং তামসা দেখিবে আর আন্দোলনকারীরা মনের সুখে সরকারী সম্পত্তির সর্বনাশ করিবে তাহাকে কোনওভাবেই মানিয়া নেওয়া যায় না। তাই বলিয়া কুকুরের মতো গুলি করিয়া মারার যে নিদান বিজেপি'র পঃবঙ্গ সভাপতি দিয়াছেন তাহা নিন্দারযোগ্য। অতীতেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংসত্মক পথে গিয়াছে। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে মারমুখী আন্দোলন হইয়াছে। আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতাকে ভাঙ্গিতে হইবে। পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী এখন অনেক আধুনিক টেকনিক নিয়া কাজ করে। কিভাবে উন্মত্ততা ও হিংসাশ্রয়ী জনগণকে নিয়ন্ত্রণে আনিতে হয় সেই কৌশল প্রয়োগ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে অনেক খামতি থাকে। আর এজন্যই সরকারী সম্পত্তির সুরক্ষার প্রশ্নে নিরাপত্তা বাহিনীকে আরও বেশী প্রশিক্ষিত করিয়া তোলা খুব জরুরী। একথা অস্বীকার করার নহে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল বা নেতারাও সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসের নায়ক বলিলে ভুল হইবে না। গত ৮ই জানুয়ারী বনধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। ইহাকে বরদাস্ত করা যায় না। সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সরকারকে ইহার জন্য জবাব দিতে হইবে। সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস তো বিরাট অপরাধ। এই অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতেই হইবে। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপবাবু তো উগ্র মেজাজ ছাড়া কথাই বলিতে পারেন না। সংযত আচরণ তাঁহার মধ্যে আছে বলা মুশকিল। পাবলিককে কুকুরের মতো গুলি করিয়া মারিবেন এমন কথা যিনি বলিতে পারেন সেই দলকে মানুষ ভোট দিতে পারে? পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির যতখানি উত্থান হইয়াছে ততখানি পিছাইয়া যাইতেছে দিলীপবাবুদের উস্কানীমূলক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের কারণে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার তিনটি আসনের উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কারের পিছনে অবদান যুগাইয়াছে দিলীপ ঘোষের বিতকীর্ত মন্তব্য।

একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন দাবানল সৃষ্টি করিতে পারে তেমনি একজন রাজনৈতিক নেতার উগ্র বক্তব্য কঠিন পরিস্থিতি ডাকিয়া আনিতে পারে। দিলীপ ঘোষ এমনই এক নেতা যাহার মধ্যে দৃঢ়তা স্থিরতা কিছু নাই। মুখে যাহা আসিল বলিয়াই খালাস। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁহাকে কিভাবে মানিয়া নিতেছে তাহাই আশ্চর্য্যের। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এম উগ্র নেতা দলকে ভবিষ্যতে ডুবাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসিলে সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসকারীদের কুকুরের মতো গুলি করিয়া মারিব। ক্ষমতায় আসিবার আগেই হুমকি। আর ক্ষমতায় আসিলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াইবে তাহা তো আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আসলে, বিজেপির সর্বনাশের জন্য তো কিছু নেতার দরকার। দিলীপ ঘোষরাই দলকে ডাকে তুলিয়া দিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ন্যূনতম দায় দায়িত্ব না থাকিলে নেতা হওয়া যায় না। আসলে তাঁহারা তো জননেতা নহেন। দল বসাইয়া দিয়াছে। ব্যস, নেতা। জননেতা হওয়া সহজ নহে। দিলীপবাবুরা তাহার ধারে কাছেও কোনও দিন যাইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। দিল্লীশ্বরের ইচ্ছাতেই তিনি মসনবদার। দিল্লীর আলোকেই তিনি আলোকিত। নিজস্ব জনভিত্তি তো শূন্য, গত উপনির্বাচনে তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

চিকিৎসকের প্রতি দুর্ব্যবহার অখিলেশের নিন্দায় সরব রাজ্য প্রশাসন

লখনউ, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের নিন্দায় সরব হলেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা। সোমবার কনৌজ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে যান অখিলেশ। সেই সময় কর্তব্যরত বর্ষীয়ান চিকিৎসক ডাঃ ডি এস মিশ্রর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। চিকিৎসাধীন আহতদের সঙ্গে দেখা করার সময় সংশ্লিষ্ট ওই চিকিৎসককে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে বলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি ডাঃ ডি এস মিশ্রকে আরএসএস-বিজেপির এজেন্ট বলেও অভিহিত করেন সপা সুপ্রিমো বলে অভিযোগ। কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গে এহেন আচরণের জন্য অখিলেশের নিন্দায় সরব উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা। এদিন তিনি বলেন, হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণেই তাঁর এমন নেতিবাচক আচরণ। এই প্রসঙ্গে অখিলেশের নিন্দায় মুখর হন রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয় প্রতাপ সিং। এদিন তিনি বলেন, সপা সুপ্রিমো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের হতাশা দূর করার জন্যই চিকিৎসককে অপমান করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত শুক্রবার রাতে কনৌজের জি টি রোডে একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে আগুন ধরে যায় যাত্রীবোঝাই বাসে। সংঘর্ষের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাসটি। ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৮ জন (সরকারি মতে ১০) যাত্রীর মৃত্যু হয়। এদিন দুর্ঘটনায় আহতরা কনৌজ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, সেই সকল আহত যাত্রীদের দেখতে গিয়েছিলেন অখিলেশ।

ওরাঙে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই

ওরাং (অসম), ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যজুড়ে ভোগালি বিহুকে স্বাগত জানাতে উচ্ছ্বলতার সঙ্গে যখন প্রস্তুতি চলছে, তখন এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা সোমবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ দরং জেলার অন্তর্গত ওরাঙের জোরাদিয়ায় ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। একই ঘটনায় অপর একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় নিহতকে জনৈক গোপাল শর্মা এবং আহত ব্যক্তিকে হীরেন শর্মা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গুপ্তেশ্বর দেবালয়ের পূজারি গোপাল শর্মা এবং হীরেন শর্মা গতরাতে জাতীয় সড়কপথে এএস ১২ কে ৫১২৩ নম্বরের একটি মোটর বাইকে ওরাং থেকে পার্শবর্তী শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলি অভিমুখে যাচ্ছিলেন।

মুসলিম বিদ্বেষে ভরপুর আমেরিকা

পবিত্র রায়

বিগত ২৭ ডিসেম্বর তারিখে মার্কিন কংগ্রেসের স্বাধীন গবেষণা সংস্থা সিআরএস বা কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস সরাসরি ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও এনরাসি নিয়ে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের দিকে তোপ দেগে বলেছে, যে, এই দুটি আইনি বিশেয় মুসলিমদের প্রভাবতি করতে পারে বলে মনে করে সিআরএস। রিপোর্টে বলা হয়, 'স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম দেশীয়করণ প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই আইন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন বিদেশ দফতরের দক্ষিণ ও মদ্য এশিয়া বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যালিস ওয়েলস।

ভারতের সিএএ ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন মুসলিমদের প্রভাবিত করতে পারেনি বলে সিআরএসের রিপোর্টেটিকে না হয় মেনেই নিলাম। প্রশ্ন, হল, পৃথিবীতে কখন এবং কোন আইন বা সিদ্ধান্ত কিছু সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করেনি? সর্বসাধারণের জন্য আইন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও কেউ কেউ সেটাকে নিজের পক্ষে অহিতকর মনে করে প্রভাবিত হয়। সতীদাহ প্রথা রদ করার প্রক্কালে হিন্দু সমাজের বড় অংশ এই আইনটি হিন্দু সমাজের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে, এইমতো কুপ্রথা থেকে হিন্দুদের অন্তারত্মাই বেরিয়ে এল। সুতরাং সিআরএস যতই রিপোর্ট করুক না কেন, তাতে করে ভারতবর্ষের আইন পাল্টে যাবে বলে মনে হয় না। যাওয়া উচিতও নয়। মার্কিন বিদেশ দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যালিস ওয়েলস রীতিমতো মুসলিম মানসিকতার প্রভাব আন্দাজ করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন বলে আমাদেরও উদ্বেগ বেড়ে উঠল বুঝি। দেখা যাক, আমেরিকার উদ্বিগ্ন হওয়ার নেপথ্য কারণ কতটা সঙ্গত।

আমেরিকার বর্তমান রাষ্ট্রপতি দিকেই একবার তাকানো যাক। ২০১৬ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে প্রচার চলাকালীন ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন, পৃথিবীতে শান্তি ফেরাতে মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দেওয়া হোক মুসলমানদের। আরও বলেন, বিশ্বাস করুন মুসলিমদের আমি ভালবাসি। আর সেই কারণেই আমেরিকারয় তাদের অনুপস্থিতি আমার হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। ট্রাম্প একবার বলেছিলেন, আমেরিকার ভুল অভিবাসন নীতিরফলে দলে দলে সম্ভাব্য জঙ্গি ঢুকছে আমেরিকায়। এইমত সব কথাবার্তার ফলে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশও একবার বলতে বাধ্য হন, আধুনিক বিরোধী আইকন। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে সামিল হয়েই মুসলিমদের আক্রমণ শুরু করেন। ২০১৫ সালে সান বার্নাডিনোয় জঙ্গি হামলার পর ট্রাম্প বলেছিলেন, পুরো আমেরিকায় মুসলিমদের ঢোকা বন্দ করে দেওয়া উচিত। যাঁদের কাচে মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই, যাঁরা শুধুমাত্র জিহাদে বিশ্বাস করে, আমেরিকা এমন লোকদের লক্ষ্য হতে পারে না।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার এক সমীক্ষায় জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সব চাইতে অপছন্দের জনগোষ্ঠীর শীর্ষে রয়েছে মুসলমানরা। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ৪৫.৫ শতাংশ মার্কিনি মুসলিমদের অপছন্দ করে, যেটা দশ বছর আগে ছিল ২৬ শতাংশ। অন্তত ৫০ শতাংশ মার্কিনি চান না তাদের সন্তান কোনও মুসলিমকে বিয়ে করুক। দশ বছর আগে এইমত নাগরিকের সংখ্যা ছিল ৩৩.৫ শতাংশ। রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়ে ট্রাম্প নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে পদে আনলেন কট্টর মুসলিম বিরোধী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইকেল ফ্লাইনকে। এই ফ্লাইন কট্টর মুসলিম জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একটি বইও লেখেন, যে বইটির নাম হাউ উই ক্যান ইউন দ্য গ্লোবাল ওয়ার এগেনস্ট র‍্যাডিক্যাল ইসলাম অ্যান্ড ইটস অ্যালাইজ। এই বইটির মাধ্যমে ফ্লাইন ওবামা সরকারকে এক হাত নিয়ে বলেন,জঙ্গি মুসলিম দমনে ওবামা কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

২০ তারিখ ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব থেকে ইসলামি সন্ত্রাস মুছে ফেলার প্রতিজ্ঞা করে শপথ গ্রহণ করে আমেরিকার মসনদে উপবেশন করলেন।

২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখে জার্মানিতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করে বড়দিন উপলক্ষে বাজার চলাকালীন। আর এই আক্রমণ উপলক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন, আমেরিকা মুসলিমদের ঢোকা নিষিদ্ধ করার নীতি ভুল নয়। তিনি বলেন, আমেরিকায় মুসলিমদের ঢুকতে না দেওয়ার যে নীতি আমেরিকা গ্রহণ করেছে, সেটা যে সঠিক তা বুঝিয়ে দিল জার্মানির বার্লিনের সাম্প্রদিক জঙ্গি হামলা। ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বলেন, মুসলিম জঙ্গিরা মানবতার ওফর আঘাত হানছে, এর একটা বিহিত করতেই হবে। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে এক নির্বাহী আদেশে মুসলিম দেশগুলির ওপর সত্যি সত্যিই নিষেধাজ্ঞা জারির প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারের কথানুযায়ী কাজ শুরু করে দিলেন। অর্থাৎ শিরে সংক্রান্তি শুরু হল মুসলিমদের। শুধু প্রশাসনিক স্তরেই তা সীমাবদ্ধ রইল না। এইমত প্রয়াস জনগণের মধ্যেও প্রবেশ করাল মুসলিমদের প্রতি ঘৃণার পরিবেশ। নিউইয়র্কের জন্য এফ কেনেডি বিমানবন্দরের লাউঞ্জে নিজের দফতরে ছিলেন রাবিয়া খান নামে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের এক মহিলা কর্মী। হিজাব পরিহতা ওই মুসলিম মহিলা বিমান কর্মীকে রবিন টোডস নামে এক ব্যক্তি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও লাথি মারে। সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ারি সুরে বলে, এবার ট্রাম্প এসেছেন, তোমরা জব্দ হবে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্যা চ্যাটহ্যাম হাউস স্টাডি একটি সমীক্ষা চালিয়ে জানায়, ইউরোপের দশটি দেশের অধিকাংশ মানুষর মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলির নাগরিকদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় সায় রয়েছে। পোল্যান্ডের ৭১ শতাংশ অস্ট্রিয়ার ৬৫ শতাংশ জার্মানির ৫৩ শতাংশ এবং ইতালির ৫১ শতাংশ মুসলিমদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে মতামত জানায়। ব্রিটেনের ৪৭ শতাংশ মানুষ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। কোনও দেশেরই ৩২ শতাংশ মানুষের বেশি নিষেধাজ্ঞার বিপক্ষে বলেননি। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড শীর্ষক এক আলোচনাসভায় ২৪টি দেশের কর্তৃপক্ষের হাতে বিদেশে থাকা রাজনৈতিক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপরে আক্রমণের ঘটনা সনাক্ত করা হয়েছে প্রতিবেদনে। ফ্রিডম হাইস নামক একটি অলাভজনক সস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়। আইনের শাসন ক্ষুন্ন করা মতপ্রকোশের স্বাধীনতা হরণ ও অভিসাসীদের প্রতি স্বরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সে দেশের গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

২০১৯ সালের জুলাই মাসের এখটি খবর সমস্ত দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দেয়। সংবাদ সংস্থার পাঠানো ১২ জুলাইয়ের ওই খবরে জানা যায় দেড় বছরের মধ্যে মারিকে নিয়ে গুয়াতেমালা থেকে মেক্সিকো সীমান্ত হয়ে আমেরিকায় ঢোকেন ইয়াসমিন জুয়ারেজ নামের এক মা। অভিবাসন দফতর ওই মাকে ডিটেনশ ক্যাম্পে ২০ দিন আটকে রাখে। এই ২০ দিনে ফুসফুসে মারাত্মক সংক্রামণ হয়ার ফলে রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় শিশুটির।

মনুষ্যত্ব লাভের দুঃসাধ্য সাধনাই নববর্ষকে সার্থক করতে পারে

আচার্য মন্ত্রসিদ্ধানন্দ অবধূত

কালের গতিপ্রবাহে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেল একটা বছর। আর একটা নতুন বছরের সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এই যে কালের যাওয়া-আসা, মহাবিশ্ব প্রকৃতির এতে কোন হেলদোল নেই। সূর্যটাও আর পাঁচটা দিনের মতই পূর্ব আকাশে উদয় হয়েছে। সেখানেও নতুনত্ব কিছু নেই। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত প্রতিদিনেরই ঘটনা। কাল যেখানে শেষ হয়েছে আজ তো সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। যদিও আমাদের কাছে ধরিত্রী আজ নববর্ষের নব প্রভাতের আলোকে স্নাত। বিধাতর অমোঘ নিয়মেই পুরাতনকে সরিয়ে নতুনের আগমন। এণ জেন্য কোন আইনের সংশোধন করতে হয় না। রক্তস্নাত হওয়ার ও প্রয়োজন পড়ে না। শুধু আমাদের জীবন থেকে চলেগেল কিছুটা মূল্যবান সময়। যে সময়ের অনেকটাই আমরা বাজে কাজে অতিবাহিত করেছি। মানুষ পৃথিবীতে আসে খুবই অল্প সময়ের জন্যে। তার কাছে প্রতি ক্ষণ প্রতিটি মুহূর্তে অতি মূল্যবান। সময়ের যথার্থ উপযোগ যেন আমরা গ্রহণ করি। বর্ষবরণের গুরুত্ব এতটুকুই।

বিদায়ী বছরের শেষ কটা দিন বড় অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে দুঃসহ যাতনা দিয়ে গেল। সে যাতনার রেশ নববর্ষের নবপ্রভাতেও রয়ে গেল। দাম্ভিক শাসকের অনড় মনোভাব, মাটিহারা মানুষের জেদী প্রতিবাদ বছরের শেষ কটা দিন ধরণীকে রক্তস্নাত করে দিয়ে গেল। বিভাজনের আইন বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করে দিয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিল।

মানুষের পক্ষে পুরাতনের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা এত সহজ নয়। তাই নববর্ষের নবপ্রভাতেও রয়ে গেল অজানা অন্ধকারের আতঙ্ক। স্পর্দ্ধিত মিথ্যা, শক্তির দম্ভ, স্বার্থলোভ মোহান্ধ মানুষকে সভ্যতা বিমুখ করে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধি নিয়ে মানুষ ঘুরে মরছে পাপের পঙ্কিল আবর্তে। সময়ের আবর্তনে বার্ষিক গতির মানসিক পরিমাপে নববর্ষ ফিরে আসবে হয়তো আবার কয়েকটা রক্তস্নাত দিন পেরিয়ে।

তাই মানুষের জীবনে রাতের অন্ধকার সরিয়ে নবপ্রভাবেতর আগমন এত সহজ হবে না। বিজ্ঞানের আকাশছোঁয়া অগ্রগতির সঙ্গে বেড়ে চলেছে মানুষের সীমাহীন লোভ ক্ষুধানল। সীমিত সম্পদের ওপর হামলে পড়েছে মানুষ অনন্ত বাসনা পূর্ত্তির এষণা নিয়ে। তারই বিষময় ফল স্বার্থের সংঘাত, হিংসার উৎসব। উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে মনুষ্যত্বহীন মানুষের ভদ্রবেশী বর্বরতায় স্বরূপ। একবিংশ শতাব্দীর ঊনিশটা বছর পার করেও মানুষ তার নিজহস্তে রচিত মোহজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারেনি। গড়ে তুলতে পারেনি উদায় ঐক্যের মধ্যে রচিত সুসংহত মানব সমাজ।

নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বিভাজন, অর্থনৈতিক বিভাজন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অসংস্কৃতির তাণ্ডবে মনুষ্যমর্যাদা আজ পদে পদে ধুলুণ্ঠিত হচ্ছে। মূল্যবোধহীন এই সমাজে নববর্ষকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে স্বার্থক করে তোলা সত্যিই বড় কঠিন।

আশার কথা একটাই নববর্ষকে সার্থক করে গড়ে তোলার কাজ কঠিন হলেও জটিল নয়। যিনি আমাদের মানুষ করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তিনি আমাদের শক্তি দিয়েই পাঠিয়েছেন। শুধু একটার পর একটা দুয়ার ভেঙে, সকল বাধা-বিপত্তি বিদীর্ণ করে মুক্ত হতে হবে। মানুষ হয়ে যার জন্ম মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনাই তার কর্ম, তার ধর্ম। কবির কথায়---"সাধনা করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়---তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপন চেষ্টায় তবে মানুষ।" আজকের পৃথিবীতে মানুষ হওয়ার সাধনায় রত হওয়া সত্যিই বড় দুষ্কর। মহাবিশ্বের সবকিছুর মধ্যে যিনি বিরাজ করছেন তাঁকে জানার তাঁকে উপলবদ্ধি করার তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই জীবনের পরম লক্ষ্য। এই যে বছরটা কাল বিদায় নিয়েছে তার কতটুকু সময় আমরা সেই পরম লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যয় করতে পেরেছি। স্থূল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম আর অসংযত প্রবৃত্তির তাড়নায় জীবনের অনেকটা সময় অপচয় হয়ে যায়। মনুষত্বই হারিয়ে যায় স্থূল বাসনা পূর্ত্তি করতে গিয়ে। স্বার্থের সংঘাত, লোভের সংগ্রাম শুধু পরম লক্ষ্যের কথা ভুলিয়েই দেয় না, পরম লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। নববর্ষ মানব জীবনে তখনই সার্থক হয়ে উঠবে যখন প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে দিয়ে সাধনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে পরম লক্ষ্যের দিকে।

২০২০ নববর্ষের প্রথম প্রভাতে আমাদের জীবনের ব্রত হোক মনুষ্যত্ব লাভের কঠোর সাধনায় রত হওয়া। শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনটুকুর স্বার্থে নয়, বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্যেই আমাদের মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে। তারজন্যে চাই সাধনা---জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সাধনা, ভক্তির সাধনা, ধর্মগুরু শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তিজী সেই সাধনার নিজ্ঞানসম্মত পথ দেখিয়েছেন, আদর্শ সমাজ ঘটনের সমস্ত রকম উপকরণও তিনি দিয়েছেন। আজ শুধু প্রয়োজন সেই পথে চলা, সেই কর্মে আত্মনিয়োগ করা। কত নববর্ষ এসেছে, আরও কত নববর্ষ আসবে। আসুন আজকের এই নববর্ষেকে আমরা সার্থক করে তুলি মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনায় রত হওয়ার, আদর্শ সমাজ গঠনোর কর্মে রত হওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে তবেই নববর্ষের নব প্রভাত আমাদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে।

অসমে বাঙালীরা ভূমিপুত্র

এইচ. এন. মাহাতো

ভারতের সংবিধানে তিনি নং ধারা অনুযায়ী যে রাজ্যগুলি তৈরি হয় মূলত ভাষা ভিত্তিক। ব্রিটিশ আমলের ইংরেজি ভাষা ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তার সঙ্গে একটি জগাখিচুড়ি ভাষা হিন্দি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। যে ভাষাটায় ব্যাকারণের কোনো বলাই নেই। আর লিঙ্গের অস্পষ্টতা ভাষায় বিকৃত করেছে।

বর্তনান কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের ভারতীয় ভাষার বুনিয়াদকে ধ্বংস করে একটি হিন্দি নামক জগাখিচুরি ভাষাকে সারা ভারতে চাপাতে চাইছে। আজ অসমে যারা নিজেদের স্থানীয় অধিবাসী পরিচয় দিচেছন তারা আসলে মঙ্গেলীয়ন বংশধর। তাদের চেহারা চিনা, জাপানী বা ইন্দোনেশিয়ার মত। এরা গত ৫০০/৫০০ বছর আগে বর্মা থেকে খাদ্যের অভাবে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের মানুষের একটা বড় গুণ সকলকেই আপন করে কোলে তুলে নিয়েছে। ভরণপোষণ করেন বলেই এই দেশটির নাম হয়েছিল ভারতবর্ষ। শব্দটির মানে হল যে নিজেকে আহার বাসস্থান ও তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে উজাড় করে দেয়।

অথচ এই বাঙালিস্তানের অসমতল পাহাড়ে ঘেরা একটি জনশূন্যহীন স্থান অবস্থান করছে, তার নাম অসম। যখন আজকে যারা স্থানীয় বলছে তার যখন এদেশে আসেনি তখন থেকেই বাঙালীদের বাসস্থান ছিল অসমীয়া এদেশে এলে এই বাঙালীরাই তাদেরকে কৃষি, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে জংলী থেকে আদব কায়দা শিখিয়ে ভদ্র করেছিল, আজ তারাই বলছে বাঙালীরা বিদেশি বহিরাগত অনাকাঙ্ক্ষিত।

এরাই যে বহিরাগত এর একটা বড় প্রমাণ হল অসমিয়ারা ভারতের আবহাওয়ায় এসে তাদের শারীরিকও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তা হল তাদের শারীরিক গঠনে বাঙালীর মত শরীরের রং হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সিক্ষার ক্ষেত্রে বয়স্করা জানে তাঁরা অতীতে বাঙালা ভাষায় পঠন পাঠন করেছে। দ্বিতীয় কারণটি হল অসম রাজ্যটি এত ছোট ছিল অসমতল। তাই সেই সময় বাঙালিস্তনের অংশ কেটে অসমে দেওয়া হয়। এই দেওয়ার পিছনে কু অভিসন্ধি ছিল। বাঙালিস্তনি একমাত্র ভারতবর্ষের রাজ্য ছিল যেখানে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগুন জ্বালিয়ে ব্রিটিশকে নাজেহাল করেছে। তৎকালীল সময় ভারতেরভাষা, সাংস্কৃতিক, শিল্পকলা, সাহিত্যচর্চা খাদ্যৎপাদন, মাটির তলায় ছিল আকরিক ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু সারা ভারতকে সমৃদ্ধ করেছে। এর ফলে ইংরেজরা বাংলার কৃষিঅঞ্চল কেটে তৎকালীন আমলে রংপুর জেলার গোয়ালপাড়া সাব ডিভিশন আজ যা চারটি জেলাতে ভাগ হয়েছে, নওগা জেলা (কলিয়া বর বাদে) পরপেটা সিলেটের বরাক ভেলি অঞ্চল আজকের সমতল কাছাড় ও হিল কাছাড়, ময়মনসিংহ জেলার গাঢ় ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সমতল অংশ অসমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

সেই সময় চুক্তি হয়েছিল বাংলার যে অংশটি অসমকে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার বাঙালীদের ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ মূল্যায়ণ করা হবে। আজ তার মূল্যায়ণ তো করা হচ্ছে না বরং বাঙালীদের অসমের জমি, শিক্ষা, ও নাগরিকত্বের অধিকার সবকিছু শুদু হরণ করা হচ্ছে , তাদেরকে হিটালারের কনসেট্রেনশন ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বারের ন্যায় ডিটেনশন ক্যাম্প ঢুকিয়ে ধুকপুক করে পচিয়ে মারা হচ্ছে।

সর্বশেষে বলা উচিত আগের অসম রাজ্যকে সমৃদ্ধ করতে ১৮৭৪ সালে বাঙালীস্তনের যে অংশ নেওয়া হয়েছিল সেই অংশ ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আজ ভারতে বাঙালীর বাঁচার তাগিদে ও আত্মরক্ষার জন্যে বাঙালীস্তন গড়া খুবই প্রয়োজন। যেখানে থাকবে না নিরক্ষর, শোষণ, বা দমন পীড়ন, কাউকে দলদাস বা পার্টির গোলাম হওয়ার মনোভাব থাকবে না।

দিল্লিতে বাংলাদেশ বেতার-আকাশবাণী অনুষ্ঠান বিনিময় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৪।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ এবং ভারতের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভাদেকার মঙ্গলবার দুপুরে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ বেতার ও ভারতের আকাশবাণী বেতারের মধ্যে অনুষ্ঠান বিনিময় কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তথ্যমন্ত্রী হিসেবে ড় হাছান মাহমুদ দায়িত্ব নেবার পর গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর সারা ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে। এর সাড়ে তিন মাসের মাথায় এবার সারা ভারতে শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ বেতারও।এর ফলে এখন থেকে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান আকাশবাণী চ্যানেলে কলকাতায় এফএম ১০০.১ মেগাহার্টজ, আগরতলায় এফএম ১০১.৬ মেগাহার্টজ এবং আকাশবাণী অ্যাপ ও ডিটিএইচের মাধ্যমে সারা ভারতে ভারতীয় সময় সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা এবং সন্ধ্যা ৫.৩০টা থেকে ৭.৩০টা একযোগে সম্প্রচার শুরু হলো।একইসময়ে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারের এফএম ১০৪ মেগাহার্টজে সম্প্রচার শুরু হলো। গত ২০১৮ সালের ৯ এপ্রিল প্রসার ভারতী ও বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে এ কার্যক্রমের সূত্রপাত দু'দেশের গণমাধ্যম খাতে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলো।

বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক যৌথ চলচ্চিত্র চুক্তি স্বাক্ষর এর পরপরই দু'দেশের তথ্যমন্ত্রীদ্বয় বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে দু'দেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করেন।সংক্ষিপ্ত ভাষণে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেন,আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ২০২০ সালে বেতার ও চলচ্চিত্র খাতে এই সহযোগিতা দু'দেশের জনগণ ও সরকারের বন্ধুত্বের এক অনন্য মাইলফলক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছেন, এই বিনিময় এবং চুক্তি এরই প্রতিফলন।মন্ত্রী এসময় মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কথা স্মরণ করে বলেন, ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতো না।মন্ত্রী ড় হাছান এসময় ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভাদেকারকে পুনরায় বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

উল্লেখ্য, একইসাথে পরিবেশমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা প্রকাশ জাভাদেকার গত নভেম্বরে ঢাকায় পরিবেশ সম্মেলনে যোগদানকালে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছানের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।ভারতের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভাদেকার তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ড় হাছান মাহমুদকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ভৌগোলিক নৈকট্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত। গণমাধ্যম ক্ষেত্রের এই সহযোগিতা দু'দেশের অন্যান্য খাতে সহযোগিতাকেও প্রসারিত করবে। জাভাদেকার এসময় ড় হাছানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও শিগগিরই বাংলাদেশ সফরের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন —বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত নুজহাত ইয়াসমিন এবং ভারতের এনএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিসিএ কল্যাণী বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে দু'দেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনদ্বয়ের মধ্যে যৌথ চলচ্চিত্র প্রযোজনা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের দায়িত্বে নিয়োজিত ডেপুটি হাইকমিশনার এটিএম রকিবুল হক, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত প্রেস মিনিস্টার ফরিদ হোসেন, উপসচিব মোঃ সাইফুল ইসলামসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব রবি মিত্তাল , প্রসার ভারতীর প্রধান নির্বাহী শশী শেখর ভেম্পতি , অতিরিক্ত সচিব অতুল কুমার তিওয়ারি-সহ উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।বিকেলে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশনে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে মতবিনিময় করেন।বৃহস্পতিবার হায়দ্রাবাদে রামুজী ফিল্ম সিটি পরিদর্শন শেষে ১৭ জানুয়ারি তথ্যমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

মকর সংক্রান্তি বা ভোগালি বিহুর প্রাকসন্ধ্যায় মেতেছে অসম, উৎসবের সময় ও মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা পণ্ডিতের

গুয়াহাটি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : রাত পোহালেই বাঙালির পৌষপার্বণ বা মকর সংক্রান্তি এবং অসমিয়াদের ভোগালি বিহু। অসমিয়া পরম্পরার ভোগালি এবং বাঙালিদের মকর সংক্রান্তি উৎসবের প্রাক্কালে মেতে উঠেছে অসম। মকর সংক্রান্তি একটি আনন্দের উৎসব। তাই এই উৎসবের খুশিতে মেতে উঠেছেন সকলে।

মকর সংক্রান্তির দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্নান করে ঘরে আলপনা দিয়ে কিন্তু সূর্যদেবের পুজো করার নিয়ম প্রচলিত। সূর্যদেবের আশীর্বাদে রোগ থেকে মুক্তি মেলে এবং ফসল ভালো হয়। এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে আগামীকাল ভোরে গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র নদ বরাক নদী, কুশিয়ারা নদী, লঙ্গাই নদীর বিভিন্ন ঘাটে নানা স্তরের নগারিক গাত্রদাহনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। হিন্দু বিধান অনুযায়ী তিথি মেনে মহানগর থেকে রাজ্যের প্রায় সব মফসসল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী-পুরুষ ধূপ-দীপ, ফলমূল, জল, সিঁদুর, লাল কাপড় নিয়ে নদ-নদী এবং বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন।

পৌষসংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম একটি উৎসব। এই উৎসব দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে পালিত হয়। সাধারণত ১৪ জানুয়ারি বা তার এক দিন আগে বা পরে এই তিথি আসে। মকর সংক্রান্তি নতুন ফসলের উৎসব ছাড়াও ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'উত্তরায়ণ'-এর সূচনা হিসেবে পরিচিত। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পালিত উৎসবকে কেউ কেউ শস্যোৎসবও বলে থাকেন। এই উৎসব জমি থেকে পাকা ধান প্রথম ঘরে তোলা হয়। তাই বিশেষ করে চাষিদের ঘরে পালন করা হয়ে থাকে শস্যোৎসব। হেমন্তকালে আমন ধান ঘরে প্রথম তোলার প্রতীক হিসেবে কয়েকটি পাকা ধানের শিস ঘরে এনে কিছু নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ধানের গোলা, ঢেঁকি, বাক্স-পেটরা-তোরঙ্গ ইত্যাদির উপর এবং খড়ের চালে গুঁজে দেওয়া হয় শিস। বছরের প্রথম ফসলকে অতিপবিত্র ও সৌভাগ্যদায়ক মনে করা হয়।

নতুন ধান, খেজুরের গুড় এবং পাটালি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠে তৈরি করা হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয় চালের গুঁড়ো, নারিকেল, দুধ আর খেজুরের গুড়। একে অশুভ সময়ের শেষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য আলাদা, তার মেয়াদও আলাদা হয়। পৌষসংক্রান্তি মানেই বাঙালির কাছে পিঠে-পুলি উৎসব। কয়েক দশক আগেও ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হত এই উৎসব। রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে এখনও সেই ধারা কিছুটা বজায় থাকলেও শহরে ব্যস্ততার যুগে এখন খানিকটা ম্লান। তবে শতব্যস্ততার মধ্যেও সরুচাকলি, পাটিসাপটা, মালপোয়া-সহ নানা রকমের পিঠে-পুলি সাধ্যমতো অসমিয়া সমাজ এবং বাঙালিদের ঘরে ঘরে তৈরি হয়। বিরুন চালের চোঙা পিঠে সিলেটিদের অন্যতম বিশেষ ব্যঞ্জন। বিভিন্ন জায়গায় এই সময় ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজও রয়েছে।

মকর সংক্রান্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বৈঠাখালের দেবী ভগবতী মন্দিরের প্রধান আচার্য পণ্ডিত ভীমসেন শর্মা বলেন, রাশিচক্রের বিচারে এই তিথিতে সূর্য মকর রাশিতে (ক্যাপ্রিকর্ন) প্রবেশ করে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী 'সংক্রান্তি' একটি সংস্কৃত শব্দ, এর দ্বারা সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে। ১২টি রাশি অনুযায়ী এ রকম সর্বমোট ১২টি সংক্রান্তি রয়েছে। এ বছর এই তিথি পড়ছে ১৫ জানুয়ারি। এই তিথিতে বাংলা বছরের 'অশুভ' পৌষ মাসের অবসান হয়।

পণ্ডিত শর্মা জানান, তিথি অনুযায়ী আগামীকাল ১৫ জানুয়ারি এবারের মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের সময় সকাল ৭:১৮ মিনিটে। মূলত আজ ১৪ জানুয়ারি রাত ৮:০৫ মিনিট থেকে সংক্রান্তির তিথি শুরু হয়ে গেছে। আগামী কাল ১৫ জানুয়ারি বেলা ১১:২৮ মিনিট পর্যন্ত মকর সংক্রান্তি থাকবে। এই সময়কালের মধ্যে একাধিক বিধি অনুযায়ী পূজাপার্বণ করা হবে। এছাড়া ওই একই দিনে ১২:৪৭ মিনিটে রয়েছে আরও একটি পুণ্যস্নানের সময়। তবে মহাপুণ্য কাল হিসাবে ১৫ জানুয়ারি সকাল ৭:১৮ মিনিট থেকে সকাল ৯:০৮ মিনিট পর্যন্ত সময়কে শুভ সময় বলে মনে করা হয়, জানান তিনি। জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ভীমসেন শর্মা বলেন, এই সময় পুণ্যস্নান করলে জীবনে সৌভাগ্য সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলে।

গোটা রাজ্য-তো বটেই, সংক্রান্তির আগের দিন মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তি বা অসমিয়া পরম্পরার উরুকা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশ থেকে গুজরাট, পঞ্জাব থেকে তামিলনাডুর মতো অসমেও এই সময় নতুন ধান ওঠে। তাই উপবাস, ভোজ এবং বহ্যুৎসবের মধ্যে দিয়ে জমে ওঠে ভোগালি বিহু। পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত গোটা উত্তর ভারতে তিল, গুড় এবং দুধের মিষ্টান্নের পাশাপাশি অত্যন্ত জনপ্রিয় হল চাল, ডাল এবং মরশুমি সবজি দিয়ে তৈরি খিচুড়ি। আবার পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে আছে সুজির হালুয়া, আর তামিলনাডুর মতো কিছু রাজ্যে দুধ আর চালের পায়েস এবং মিষ্টি। গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি করা হয়েছে সুসজ্জিত মেজি (ভোলাঘর)। এই সব ভেলাঘরে নানান আমিষ ব্যঞ্জনে খাওয়া-দাওয়া হবে। গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্রে আজ ভোরে মৎস্য শিকার করেছেন মৎস্যজীবীরা। উজানবাজারে বসেছিল নানা মাছের বিশাল বাজার। আজরার কেউটপাড়া এলাকার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা দিপরবিলে মাছ শিকার। ওই অঞ্চলের মাছুয়ারা ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন মাছ শিকারে। আজ উরুকার রাতে দীপরবিল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে বিহু বা পৌষ সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথম দিন সকালে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে পরম্পরাগতভাবে সাজিয়ে তোলা ভেলাঘরে অগ্নিসংযোগ করে গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের আশীর্বাদ নেবেন যাতে গোটা বছর সকলে ধনধান্যে ভরপুর হয়ে ওঠেন, সকলে যেন ভালোভাবে পরবর্তী নয়া বছর কাটান। একই পরম্পরায় মেতে উঠবে গোটা অসম।

মকর সংক্রান্তি বাঙালির অন্যতম একটি প্রিয় উৎসব। এই উৎসবটি প্রিয় হওয়ার কারণ এদিন ভোজনপ্রিয় বাঙালির রসনার তৃপ্তি ঘটে। গুড়, চাল, দুধ ইত্যাদি সহকারে নানা ধরনের উপাদেয় মিষ্টি, পিঠেপুলি, পায়েস ইত্যাদি বানিয়ে খাওয়া হয়। কেউ বাড়িতে আসলে অথবা নেমন্তন্ন করে তাঁকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। কথিত আছে এই বিশেষ দিনটিতে সূর্যদেব তার পুত্র শনি দেবতার প্রতি তার ক্ষোভ ভুলে যান এবং তার গৃহে সূর্যদেবের আগমন ঘটে। তাই এ-দিন সকলে মিলিত হয়ে মিষ্টি মুখ করানোর মাধ্যমে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন।

একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপির ১ম ওয়াক আউট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৪।। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অভিযোগ তুলে জাতীয় সংসদের অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেছেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা।মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) মাগরিবের নামাজের পর সংসদের অধিবেশনে অনির্ধারিত আলোচনায় সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদের নেতৃত্বে বিএনপির সংসদ সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। একাদশ জাতীয় সংসদে এই প্রথম বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্যরা ওয়াক আউট করলেন।

এ বিষয়ে হারুনুর রশীদ বলেন, ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পক্ষে দু'জন সিনিয়র সংসদ সদস্য নির্বাচন সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। এমন প্রেক্ষাপটে সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি-না জানতে চাইলে তার উত্তর না দিয়ে অতীতে সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য দেন। তখন অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আমরা ওয়াকআউট করেছি।বিএনপির সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার দাবি জানিয়ে বক্তব্য দেন। এসময় তিনি সিটি নির্বাচন অবাধ করতে না পারলেও সংসদ থেকে ওয়াকআউট করার হুমকিও দেন।হারুনুর রশীদের বক্তব্যের পর আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদ ও আমির হোসেন আমু অতীতে বিএনপির আমলে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে অনিয়মের চিত্র তুলে ধরেন। পরে হারুন স্পিকারে কাছে ফ্লোর চাইলে নাকচ হয়। প্রসঙ্গের বাইরে বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিএনপির সংসদ সদস্য ওয়াক আউট করেন।

বাংলাদেশ-নেপাল সেনাপ্রধান পর্যায়ে সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৪।। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের সঙ্গে নেপালের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পুর্না চন্দ্র থাপা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে তারা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সাক্ষাতকালে তারা পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময় ছাড়াও দুইদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক এবং দ্বিপাক্ষিক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত বিভিন্ন সহায়তার বিষয়ে আলোচনা করেন। একই দিনে নেপালের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পুর্না চন্দ্র থাপা নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।সফরকারী প্রতিনিধিদলটি মঙ্গলবার ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল (সিএমএইচ) এবং মিরপুর

ছয়ের পাতায়

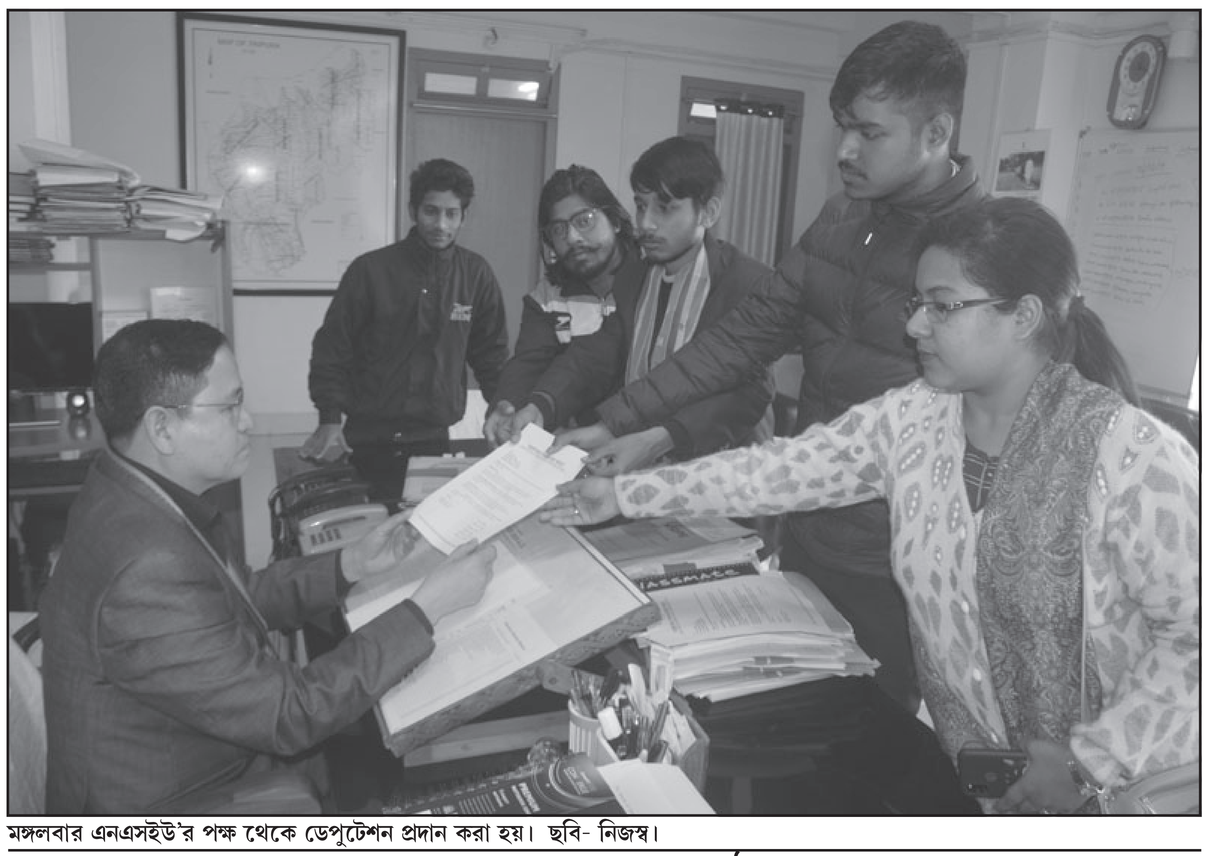

মঙ্গলবার এনএসইউ'র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মুজফফরপুর শেল্টার হোম ২০ জানুয়ারি রায়দানের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ফের পিছিয়ে গেল মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার রায়দানউ মুজফফরপুর শেল্টার হোমলা মামলার রায়দান হতে পারে আগামী ২০ জানুয়ারিউ মঙ্গলবার দিল্লির সাকেত আদালত আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার রায়দানউ অতিরিক্ত সেশন বিচারক সৌরভ কুলশ্রেষ্ঠ আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার রায়দান পিছিয়ে দিয়েছেন।

বিহার পিপলস পার্টি (বিপিপি)-র প্রাক্তন বিধায়ক ব্রজেশ ঠাকুর শেল্টার হোমটি চালাতেনউ মঙ্গলবার ব্রজেশ ঠাকুরের আইনজীবী আদালতে আবেদন জানান, মামলায় প্রসিকিউশন সাক্ষীরা নির্ভরযোগ্য ছিলেন নাউ এরপরই আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত রায়দান স্থগিত রাখেন অতিরিক্ত সেশন বিচারক সৌরভ কুলশ্রেষ্ঠউ সম্ভবত ২০ জানুয়ারিই মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার রায়দান করতে পারে সাকেত আদালতউ প্রসঙ্গত, এর আগে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল রায়দান, বিচারপতি অনুপস্থিত থাকার কারণে।

এই মামলায় প্রধান অভিযুক্তরা হল-ব্রজেশ ঠাকুর, শাইস্তা প্রবীণ ওরফে মধু, মহম্মদ সাহিল ওরফে ভিকি, ব্রজেশ ঠাকুরের কাকু রামানুজ, বালকল্যাণ সমিতির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ বর্মা, শেল্টার হোমের ম্যানেজার রামশঙ্কর সিং, অশ্বিনী কুমার এবং কৃষ্ণা কুমার রাম।

পাথারকান্দির সংক্রান্তি বাজারে আগুন, নাজেহাল মধ্যবিত্ত

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ জানুয়ারি, (হি.স.) : পৌষপার্বণ তথা মকর সংক্রান্তির উচ্ছ্বলতায় মাতাল বৃহত্তর পাথারকান্দি এলাকা। উচ্ছ্বলতায় বিপত্তি সৃষ্টি করেছে বাজারের আগুন। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বৃহত্তর পাথারকান্দির বিভিন্ন বাজারে শাক-সবজি, তিল-বাতাসা, মাছ-মাংসের দাম লাগামছাড়া।

পাথারকান্দির বিভিন্ন বাজার পরিক্রমা করে দেখা গেছে, প্রায় সর্বত্র একই দৃশ্য। প্রায় প্রতিটি বাজারে আগত গৃহস্থদের বক্তব্য, অন্যান্য দিনের চেয়ে সংক্রান্তির বাজারের দাম কয়েকগুণ চড়া। চোঙাপিঠের বাঁশ থেকে শুরু করে মাছ-মাংস ইত্যাদি কিনতে গিয়ে হয়রান হচ্ছেন তাঁরা। সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গত দুদিন ধরে পাথারকান্দির বিভিন্ন এলাকায় জমজমাট বাজার বসেছে। এমনই এক সলগই বাজার। সলগইয়ে গুড়, মুড়ি, চিড়ে, দই, নারকেল, শাক-সবজি, মাছ, মোরগ-পাঁঠার মাংস, কমলা, শসা, তিল, কদমা ইত্যাদির বিক্রির ধুম চোখে পড়ার মতো। তবে এত সবের মধ্যেও নানা জনের অভিযোগ, দোকানিরা তাদের ইচ্ছেমতো দাম হেঁকে খদ্দেরদের পকেট কাটছেন।

পাথারকান্দির প্রায় প্রতিটি বাজারে জমে উঠেছে সংক্রান্তির জমজমাট বাজার। এই উৎসব মূলত নতুন ফসলের উৎসব। যার ফলে একে পৌষ পার্বণ বলে উদযাপন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তির আগের গোটা রাত জেগে প্রায় প্রতিটি গৃহস্থবাড়ির গৃহিণী পিঠেপুলি তৈরি করেন। ঊষালগ্নে স্নান করে ভেলাঘর বা মেজি জ্বালিয়ে সংক্রান্তির আনন্দ উপভোগ করেন সবাই। পৌষ সংক্রান্তির মাধ্যমে গোটা বাঙালি জাতি পৌষ মাসকে বিদায় জানিয়ে এই উৎসবের মাধ্যমে মাঘ মাসকে অভ্যর্থনা জানান। সংক্রান্তির দিনে বাঙালি বধূরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ঘরের মেঝেতে আলপনাও দেন।

পৌষপার্বণকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতি ও ভাষা গোষ্ঠীর লোকেরা নানা নামে অভিহিত করে নানা আচার ও আচরণের মধ্য দিয়ে পালন করে থাকেন। বাঙালিরা মকর সংক্রান্তিকে পৌষপার্বন বলে পালন করলেও অসমিয়ারা ভোগালি বিহু রূপে এই সংক্রান্তি পালন করেন। আবার চা বাগানের হিন্দিভাষিদের কাছে এই উৎসব তিলু সংক্রান্তি বা খিচুড়ি নামে পরিচিত। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, পাহাড়ি জনজাতি লোকেরাও মকর সংক্রান্তিকে ধূমধামে পালন করে থাকেন। এক কথায় গোটা হিন্দু সমাজই পৌষের সংক্রান্তিকে নিজেদের সাধ্য মতো পালন করতে কোনও কসুর করেন না।

পদের আসক্তি ও বিলাসিতা যে কোনও কর্মী সংগঠনের পতন ডেকে আনতে পারে : মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : পদ ও প্রতিষ্ঠতার প্রতি আসক্তি এবং বিলাসিতা যে কোনও সংগঠনের পতনের কারণ হতে পারে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত।

মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, সংগঠনের নেতার যদি পদমর্যাদার প্রতি আসক্তি থাকে আর কর্মীরা যদিন নিজেদের আলস্য ও বিলাসে ডুবিয়ে রাখে। তবে সেই সংগঠনের পতন অনিবার্য। সুযোগ-সুবিধা ও রসদ যখন সহজ লভ্য তখন সতর্ক হওয়াটা একান্ত প্রয়োজন। চাহিদা অনুযায়ী রসদের ব্যবহার ও বণ্টন জরুরি। তা হলে রসদের প্রতি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে। জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেই সংগঠনের দ্রুত বিস্তার সাধন হয়। পদমর্যাদা, জয়জয়কার, দলের টিকিট সর্বোপরি গদির মোহে পড়ে থাকাটা উচিত নয়। স্বার্থের উপরে উঠে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলার নিরন্তন সাধনা করে যাওয়া উচিত।

মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের নবনির্মিত প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডাঃ মোহন ভাগবত।

পকেট কেটে পেটে লাথি মারছে বিজেপি সরকার, তোপ দাগলেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা। দেশজুড়ে বেড়েই চলেছে শাকসব্জি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীম দাম, ফলে দরিদ্র মানুষরা অত্যন্ত সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই মঙ্গলবার নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রিয়াঙ্কা।

মঙ্গলবার হিন্দিতে টুইট করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, 'সব্জি, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সব্জি, তেল, ডাল এবং আটার দাম বাড়লে দরিদ্ররা কী খাবে? এছাড়াও মন্দার কারণে দরিদ্ররাও কাজ পাচ্ছে না।' বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে প্রিয়াঙ্কা টুইটারে লিখেছেন, 'বিজেপি সরকার তো পকেট কেটে পেটেই লাথি মেরেছে।

প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে শাকসব্জি-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। ডিসেম্বর মাসেই পেঁয়াজের দাম ছিল গগণচুম্বী। দাম বেড়েছিল আলুরও। চড়ছে জ্বালানি তেলের দামও। সবমিলিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছেউ দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ।

বালুচিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক তুষারঝড়, দুর্ভোগে শিশু ও মহিলা-সহ ৩০০-রও বেশি যাত্রী

কোয়েটা (পাকিস্তান), ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা এবং তুষারঝড়ের প্রকোপে নাজেহাল পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত। প্রবল তুষারপাতের কারণে রাস্তায় জমে গিয়েছে বরফ, একইসঙ্গে তুষারঝড় দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে। সোমবার রাতেই খারাপ আবহাওয়ার কারণে বালুচিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়েন ৩০০-রও বেশি যাত্রী। তাঁদের মধ্যে শিশু ও মহিলাও ছিলেন। প্রশাসনের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

প্রশাসন সূত্রের খবর, কিল্লা সাইফুল্লাহ জেলার কান মেহতারজাই এলাকায় সোমবার রাতে আটকে পড়েছিলেন ৩০০-রও বেশি যাত্রী। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। প্রবল তুষারপাত এবং তুষারঝড়ে বরফের নীচে চাপা পড়ে যায় গাড়ি। প্রশাসনের তৎপরতায় প্রত্যেককে উদ্ধার করা হয়। যদিও অধিকাংশ যাত্রীই জানিয়েছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের কোনও রকম সহায়তা করা হয়নি। ঠাণ্ডায় গাড়িও স্টার্ট করা সম্ভব হয়নি। গাড়ির ভিতরেই আটকে থাকতে হয়।

কিল্লা সাইফুল্লাহর ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, প্রবল তুষারপাতের পূর্বাভাস আগে থেকেই জারি করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, বালুচিস্তান প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই তুষারপাত ও অন্যান্য কারণে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দিল্লির উত্তম নগরে বাড়িতে আগুন দগ্ধ একই পরিবারের ৪ জন

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ডউ এবার আগুন লাগল দিল্লির উত্তম নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতেউ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়েছেন একই পরিবারের ৪ জন সদস্যউ তাঁদের মধ্যে ১৪ বছরের একটি মেয়েও রয়েছেউ দগ্ধ অবস্থায় প্রত্যেককে উদ্ধার করে ডিডিইউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও দমকল-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার রাত বারোটা নাগাদ দিল্লির উত্তম নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনউ আগুন নেভানোর পাশাপাশি ওই বাড়ি থেকে ৪ জনকে দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়উ পরে দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ দমকল অফিসার অতুল গর্গ জানিয়েছেন, বাড়িতে আগুন লেগে দগ্ধ হয়েছেন ৪ জনউ তাঁদের নাম হল-আরতি (১৪), রাজিন্দর (৪০), পাপ্পু (৪২) এবং বারু লাল (২৫)উ প্রত্যেককে উদ্ধার করে ডিডিইউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ হাসপাতাল সূত্রের খবর, ১৪ বছর বয়সি বালিকার শরীরের ১০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে,

ছয়ের পাতায়

মধ্য অসমের জুরিয়ায় পিস্তল-সহ গ্রেফতার তিন কুখ্যাত ডাকাত

নগাঁও (অসম), ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত জুরিয়া থানার পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে তিন কুখ্যাত ডাকাত। তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ গুলি-সহ পিস্তল বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃত ডাকাতদের আব্দুল জলিল, বাহারুল ইসলাম এবং নিজাম উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জুরিয়া থানার বড়বাবু জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার এলাকার বলিকটিয়ায় অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁরা। ওই অভিযানে তিন ডাকাত আব্দুল জলিল, বাহারুল ইসলাম এবং নিজাম উদ্দিনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারা বলে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নগাঁও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। বহুদিন ধরে তাদের ধরতে তক্কে তক্কে ছিল পুলিশ, জানান ওসি।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে পিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রত্তিন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং প্রযুরদ্ধক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে পেচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড়াও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মেশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অঅতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে পেছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, উপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বইই যেব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি বেষ কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম বুদিমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল পাাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব পেশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বেকারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ য়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত আলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের কাজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপাার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ করছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

স্টাইলিশ-অ্যাকশন ছবিতে সই করলেন শাহরুখ, অভিনেতাকে খোঁচা নেটিজেনের

বড়পর্দায় কার্যত কামব্যাক হতে চলেছে শাহরুখ খানের। সেই গত বছর ''জিরো'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তারপর থেকে কোনও ছবি নেই তাঁর হাতে। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল অনুরাগ কাশ্যপ ও আনন্দ রাইয়ের ছবিতে নাকি তাঁকে দেখা যাবে। কিন্তু তা নিয়ে অভিনেতা বা নির্মাতা, কারওর তরফ থেকেই কোনও খবর প্রকাশ্যে আসেনি। আবারও সেই কথাই ছড়াচ্ছে বলিউডে। এবার শোনা যাচ্ছে, শাহরুখ একটি স্টাইলিশ অ্যাকশন ছবিতে সই করেছেন। এমন সুখবরের পর অনুরাগীমহলে খুশির হাওয়া। কিন্তু নিন্দুকরা খোঁচা দিতে ছাড়েননি। একজন তো বলেছেন, ''যাক! এতদিনে শান্তিতে ঘুমনো যাবে।''ছবিটি পরিচালনা করবেন রাজ নিদিমোরু ও কৃষ্ণ ডিকে। দেশ ও দেশের বাইরে ছবির শুটিং হবে ছবির। ছবিটি একটি স্টাইলিশ অ্যাকশন ফিল্ম। পরের বছর ছবির কাজ শুরু হবে। ছবির জন্য আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকশন টিম আনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই শুটিংয়ের লোকেশন ঠিক হয়ে যাবে। ছবিতে একজন প্রথম সারির অভিনেত্রীও কাজ করছেন। যদিও তাঁর নাম এখনও জানা যায়নি। বহুদিন পর পর্দায় আবার দেখা যাবে শাহরুখকে। এই নিয়ে আনন্দিত অনুরাগীরা।

তাঁরা বলছেন, '' তবে নিন্দুকরা কিন্তু ছেড়ে দিতে নারাজ। নেটদুনিয়ায় একের পর এক মন্তব্য করছেন তাঁরা। কেউ কেউ তো এমনও বলছেন, ''যাক! এতদিনে শান্তিতে ঘুমনো যাবে।''''জিরো''র পর থেকে আর শাহরুখ খানকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ছবিটি মুক্তি পায়। তারপর থেকে একাধিক ছবি নিয়ে কথা বলেও শেষ পর্যন্ত শিকে ছেঁড়েনি শাহরুখের। রাকেশ শর্মার বায়োপিকে অভিনয় করার কথা ছিল বাদশার। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়। তারপর রাজকুমার হিরানির একটি ছবিতেও শাহরুখ থাকবেন বলে শোনা গিয়েছিল। তাও এখন বিশ বাঁও জলে। ব্যাপার বুঝে কার্যত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েন কিং খান। বলেন, একথা সত্যি যে তাঁর হাতে এখন কোনও ছবি নেই। সাধারণত একটি ছবি যখন শেষের দিকে চলে আসে তখন অন্য প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তিনি নিজে একটি ছবি শেষ হওয়ার তিন-চার মাসের মধ্যে অন্য ছবির কাজ শুরু করে দিতেন এতদিন। কিন্তু এখন আর সেটা হচ্ছে না। কারণ, মন সায় দিচ্ছে না। এখন তিনি সিনেমা দেখেন, গান শোনেন, গল্পের বই পড়েন।

অপমান করলে কষে থাপ্পড় মারার কথা শুনিয়ে দিলেন সৃজিত পত্নী মিথিলা

চিত্রপরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলার বিয়ে নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসার পাশাপাশি অনেক সমালোচনার ঝড়ও উঠেছে। গত ৬ ডিসেম্বর বিয়ে হয় তাঁদের। তবে সৃজিত পত্নী মিথিলা সবসময়ই সপ্রতিভভাবে যে কোনও আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। এবার স্বামী সৃজিতকে নিয়ে মিথিলার একটি পোস্টে মিথিলা বলেন, ''আমি কোনো হিন্দু বা ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালককে বিয়ে করি নি। আমি একজন সহৃদয় এবং বুদ্ধিদীপ্ত মানুষকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি।'' তিনি এও জানিয়েছেন যে, তাঁর বা তাঁর জীবনসঙ্গীর উদ্দেশ্যে কোনওরকম অপমানজনক মন্তব্য করা হলে তাকে কষে থাপ্পড় মারা হবে।এর আগেও ডিসেম্বরের শেষের দিকে স্বামী সৃজিতের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে দুটি ছবি পোস্ট করে তাঁদের দু''জনের চারিত্রিক মিলগুলি তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খানিক পাগলাটে স্বভাবের এবং অলস হলেও পেশার তাগিদে তাঁদের দুজনকেই ব্যস্ত থাকতে হয়।সৃজিত এবং মিথিলার বিয়েতে দু''জনের পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টলিউড পরিবারের অভিনেতা রুদ্রনীল, সস্ত্রীক অনুপম রায়, সস্ত্রীক যিশু সেনগুপ্ত, কবি শ্রীজাত সহ আরও অনেকেই।অর্ণবের একটি মিউজিক ভিডিওতে কাজ করার সময় থেকেই সৃজিত এবং মিথিলার আলাপ, তারপরে সেই আলাপ বন্ধুত্ব থেকে প্রেমে গড়ায়। মিথিলার সাথে তাঁর প্রাক্তন স্বামী তথা বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসানের বিয়ে হয় ২০০৩ সালে এবং তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ২০১৭ সালে। তবে সৃজিতের সাথে বিয়ের আগে ইফতেখার ফাহমি নামে বাংলাদেশের এক নাট্যনির্মাতার সঙ্গে মিথিলার বেশ কিছু অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হলেও পরে আড়ম্বরের সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

সুপ্রিয়া দেবী, নুসরত, নাদিয়া: তিন অভিনেত্রী

বাংলা ছবির কিংবদন্তি অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিন ৮ জানুয়ারি। আবার এই দিনেই জন্ম নুসরত জাহানের যিনি ২০২০ সালে পা দিলেন তিরিশে। আর ১৯০৮ সালের ৮ জানুয়ারি, অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম হয় ম্যারি অ্যান ইভান্স-এর যিনি ভারতীয় ছবির জগতে ''ফিয়ারলেস নাদিয়া'' বলে পরিচিত। সংক্ষেপে একবার ফিরে দেখা এই তিন অভিনেত্রীর যাত্রা।এবছর তিরিশে পা দিলেন বাংলার ছবির প্রথম সারির নায়িকা ও তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। তাঁর জন্মদিন নিয়ে বাংলার দর্শকের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা থাকে। ৮ জানুয়ারি মধ্যরাত থেকেই সোশাল মিডিয়ার ফ্যানক্লাবগুলিতে শুভেচ্ছাবার্তার ঢল নেমেছে। কিন্তু নুসরত বাংলা ছবির জগতে আসার আগে এই দিনটি এই জগতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিন হিসেবে। তবে এই দিনে আরও এক অভিনেত্রীর জন্ম যাঁকে বাংলা বা ভারতীয় ছবির দর্শক সেভাবে মনে রাখেননি। তিনি হলেন নাদিয়া। এই তিন অভিনেত্রীর মধ্যে বয়সের দিক থেকে প্রবীণতম নাদিয়াই। তাই তাঁকে দিয়েই শুরু করা যাক এই ফিরে দেখা।নাগরিক বিরোধিতায় ''শ্রীময়ী'', কী বললেন চিত্রনাট্যকারম্যারি অ্যান ইভান্স ওরফে নাদিয়া''জাঙ্গল প্রিন্সেস'' (১৯৪২) ছবিতে নাদিয়া। ছবি সৌজন্য: ওয়াদিয়া মুভিটোন/রয় ওয়াদিয়াসিনেমাজগত তাঁকে ভারতীয় অভিনেত্রী হিসেবেই চেনে কারণ তাঁর অভিনেত্রী জীবনের পুরোটাই এদেশে যদিও জন্মসূত্রে তিনি অস্ট্রেলীয়। ১৯০৮ সালের ৮ জানুয়ারি তাঁর জন্ম অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ। পাঁচ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে ততকালীন বম্বে-তে এসে পৌঁছন ম্যারি অ্যান। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত তাঁর বাবা তখন ওই শহরেই থাকতেন। ম্যারি অ্যানের সাত বছর বয়সে তাঁর বাবা প্রাণ হারান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। এর পরেই ম্যারির পরিবার চলে যায় পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনওয়া প্রদেশে। সেখানে থাকতেই ম্যারি শেখেন শিকার, ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুকবাজি।১৯২৮ সালে ম্যারি বম্বেতে যখন ফেরেন, তখন তিনি এক সন্তানের মা। বম্বেতে সেলসগার্লের চাকরি করতে শুরু করেন ম্যারি। পাশাপাশি যোগ দেন একটি ব্যালে ট্রুপে। তারা বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে পারফর্ম করত। এভাবেই একদিন দেখা হয় এক ভবিষ্যতদ্রষ্টার সঙ্গে। তাঁর পরামর্শেই ম্যারি অ্যান নিজের স্টেজ-নামকরণ করেন নাদিয়া। ওই সময়েই তিনি নজরে পড়েন ওয়াদিয়া মুভিটোন-এর প্রতিষ্ঠাতা জামশেদ জেবিএইচ ওয়াদিয়া-র। নাদিয়ার অসাধারণ স্টান্টের ক্ষমতা ও স্টেজ প্রেজেন্স দেখে আগেই মুগ্ধ হয়েছিলেন জামশেদ ও তাঁর ভাই হোমি। তখন ভারতীয় ছবিতে টকিজ-এসেছে সবেমাত্র। প্রথমে নাদিয়াকে দু-একটি ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে সুযোগ দিয়ে দেখা হয়। নাদিয়ার মধ্যে সম্ভাবনা দেখে এর পরে তাঁকে তারকা হিসেবে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন ওয়াদিয়া ভ্রাতৃদ্বয়। ১৯৩৫ সালের ছবি ''হান্টারওয়ালি'' দিয়েই নায়িকা চরিত্রে ডেবিউ নাদিয়ার। এর পরে আরও ১৪টি ছবিতে অভিনয় করেন নাদিয়া। পরবর্তী সময়ে হোমি ওয়াদিয়াকেই বিয়ে করেন তিনি।বাঁদিকে হোমি ওয়াদিয়া ও নাদিয়া। ছবি সৌজন্য: ওয়াদিয়া মুভিটোন/রয় ওয়াদিয়া৯৯৬ সালে, তাঁর ৮৮তম জন্মদিনের ঠিক পরের দিন, অর্থাত ৯ জানুয়ারি মারা যান নাদিয়া। বিশাল ভরদ্বাজের ছবি ''রেঙ্গুন''-এ, কঙ্গনা অভিনীত চরিত্রটি অনেকটাই ''ফিয়ারলেস নাদিয়া''-র জীবন অনুপ্রাণিত।সুপ্রিয়া দেবী১৯৩৩ সালে বর্মায় জন্ম সুপ্রিয়া দেবীর। তাঁর বাবা, আইনজীবী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেদেশেই কর্মরত ছিলেন। বর্মায় থাকতেই নাচ শিখেছিলেন তিনি। সেদেশের ততকালীন প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু তাঁকে পুরস্কৃতও করেন তাঁর নাচের প্রতিভা দেখে। ১৯৪২ সালে জাপান সেদেশ দখল করলে রিফিউজি হিসেবে পায়ে হেঁটে সীমান্ত পার করে এদেশে আসে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। কলকাতায় এসেও তাঁর নৃত্যশিক্ষার তালিম চলে। বাংলা ছবির সেই সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবী ছিলেন সুপ্রিয়া দেবীর প্রতিবেশী। মূলত তাঁর উতসাহ ও সাহায্যেই বাংলা ছবিতে পা রাখেন সুপ্রিয়া দেবী। প্রথম ছবি ১৯৫২ সালে ''বসু পরিবার'', যেখানে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন উত্তমকুমার।২০১৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। ছবি: উইকিপিডিয়া১৯৫৪ সালে বিয়ে হয় বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে এবং ১৯৫৮ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

বিয়ের পরে অভিনয় জগত থেকে কয়েক বছরের জন্য সরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী, ফিরে আসেন আবার ১৯৫৮ সালেই ''মর্মবাণী'' ছবি দিয়ে। ১৯৫৯ সালে তাঁর দুটি ছবি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়- ''আম্রপালী'' ও ''সোনার হরিণ''। ষাটের দশকের শুরু থেকেই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হন সুপ্রিয়া দেবী। ১৯৬০ সালেই মুক্তি পেয়েছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি- ''মেঘে ঢাকা তারা'' ও ''শুন বরনারী''। তার পরের বছরই আসে ''কোমল গান্ধার'' ও ''স্বরলিপি''। বলিউডে সুপ্রিয়া দেবীর ডেবিউ ১৯৬৩ সালে ধর্মেন্দ্রর বিপরীতে ''বেগানা'' ছবিতে। সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত ''জননী'', বাংলা ছোট পর্দার দীর্ঘতম ধাব.াবাহিক গুলিব. অন্যতম।২০০৬ সালের হিন্দি ছবি ''নেমসেক'' বড়পর্দায় তাঁর শেষ কাজ। ২০১৮ সালের ২৬ জানুয়ারি, ৮৫ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় বাংলা ছবির এই কিংবদন্তি অভিনেত্রীর।১৯৯০ সালে কলকাতায় জন্ম নুসরত জাহানের। স্নাতক স্তর পর্যন্ত কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছেন সাংসদ-অভিনেত্রী। ২০১০ সালে ফেয়ার ওয়ান মিস কলকাতা খেতাবের পর বাংলা ছবির জগতে তাঁর ডেবিউ ''শত্রু'' ছবি দিয়ে। প্রথম ছবি থেকেই বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছেন নুসরত। অরিন্দম শীলের ''হর হর ব্যোমকেশ'' ও সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ''জুলফিকার'' ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয় এবং ওই দুটি ছবিতেই বাণিজ্যিক ছবির নায়িকার ইমেজ থেকে বেরিয়ে চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন নুসরত। ২০১৮ থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসতে শুরু করেন।

২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নুসরত ও বিরাট ব্যবধানে জিতে নেন সিটটি।তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান ২০১৯ সালের জুন মাসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কলকাতার ব্যবসায়ী নিখিল জৈনের সঙ্গে। কিন্তু নুসরত তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্বের জন্য অভিনেত্রী জীবনকে বর্জন করেননি। ২০২০ সালের গোড়াতেই মুক্তি পেয়েছে নুসরত-অভিনীত ছবি ''অসুর''। আগামী দিনেও দুটি ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব দেবেন তিনি, এমনটাই জানিয়েছেন তিনি বিভিন্ন সাক্ষাতকারে।

২০২০ অস্কার মনোনীত সেরা ছবি, অভিনেত্রী, অভিনেতা এবং পরিচালক কে?

লস এঞ্জেলস, ১৪ জানুয়ারি: আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি অস্কার(ঞ্জস্ত্বখ্ন ২০২০) অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে মনোনয়নের তালিকা পেশ করল জন চ এবং ইসা রায়। ৬টি ক্যাটাগরিতে বেছে নেওয়া হয়েছে সেরার সেরা-কে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক সেই তালিকা। ২০২০ সালের অস্কারের দৌড়ে শেষ পর্যন্ত কোন ছবি এবং কোন তারকারা মনোনয়ন পেলেন, তার গোটা তালিকা প্রকাশ করেছে দ্য অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস সবমিলিয়ে ১১টি বিভাগে মনোনীত হয়ে শীর্ষে রয়েছে ''জোকার''(। অস্কারের মনোনয়ের(তালিকা ঘোষণা করেছে জন চ এবং ইসা রায়। ৯২ তম অস্কার অনুষ্ঠান হতে চলেছে ৯ ফেব্রুয়ারি। সেরা ৬টি ক্যাটাগরিতে মনোনয়ের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। একঝলকে দেখে নিন সেই তালিকা। ইনস্টাগ্রামে বিয়ের কার্ড পোস্ট, অভিনেতা দেব বিয়ে করছেন নাকি?সেরা ছবি (ফর্ড ভি ফেরারি, দ্য আইরিশম্যান, জোজো ব্যাবিট, জোকার, লিটিল ওমেন, ম্যারেজ স্টোরি, ১৯১৭, ওয়ান্স আপঅন এ টাইম.. ইন হলিউড, প্যারাসাইটসেরা পরিচালক (জুন হো (প্যারাসাইট), স্যাম মেন্ডিস (১৯১৭), মার্টিন স্কোরসেসে (দ্য আইরিশম্যান), টোড ফিলিপস (জোকার), কুয়েন্টিন ট্যারান্টিনো (ওয়ান্স আপঅন এ টাইম ইন হলিউড),সেরা অভিনেতা (অ্যান্টোনিও ব্যান্ডেরাস (পেইন অ্যান্ড গ্লোরি), লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও(ওয়ান্স আপঅন এ টাইম ইন হলিউড), অ্যাডাম ড্রাইভার (ম্যারেজ স্টোরি), জোয়াকিম ফিনিক্স (জোকার), জোনাথান প্রাইস (দ্য টু পোপস)সেরা অভিনেত্রী (সিন্থিয়া এরিভো(হ্যারিয়েট), স্কারলেট জোহানসন (ম্যারেজ স্টোরি), সোইর্স রোনান (লিটল উইমেন), শার্লিজ থেরন (বোম্বশেল), রেনে জেলওয়েগার(জুডি)অ্যাকট্রেস ইন এ সাপোর্টিং রোল (ক্যাথি বেটস(রিচার্ড জুয়েল), লরা ডার্ন(ম্যারেজ স্টোরি), স্কারলেট জনসন(জোজো ব্যাবিট), ফ্লোরেন্স পুঘ(লিটিল উইম্যান), মার্গট রবি(বম্বশেল)অ্যাক্টর ইন এ সাপোর্টিং রোল (টম হ্যাঙ্কস(এ বিউটিফুল ডে ইন দ্য নেইবারহুড), অ্যান্টনি হপকিনস(দ্য টু পোপস), অ্যাল প্যাসিনো(দ্য আইরিশম্যান), জো পেসকি(দ্য আইরিশম্যান) ব্র্যাড পিট(ওয়ান্স আপওন এ টাইম ইন হলিউড)সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্রকোরপাস ক্রিস্টি, হানিল্যান্ড, পেইন অ্যান্ড গ্লোরি, প্যারাসাইট, লা মিজারেবলসসেরা অ্যানিমেশন ছবি হাউ টু ট্রেন ইওর ড্রাগন- দ্য হিডেন ওয়ার্ল, আই লোস্ট মাই বডি, কালাস, মিসিং লিঙ্ক, টয় স্টোরি ৪

দীপিকার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে চান ''বাবা'' রামদেব

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোনেব. সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলার আগে বিশেষ কারো উপদেশ নেওয়া প্রয়োজন। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দীপিকার সম্পর্কে এমনই মন্তব্য করলেন যোগগুরু রামদেব। তিনি দীপিকার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে আগ্রহও প্রকাশ করেছেন।দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার পর আক্রান্ত পড়ুয়াদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ছাপাক-অভিনেত্রী

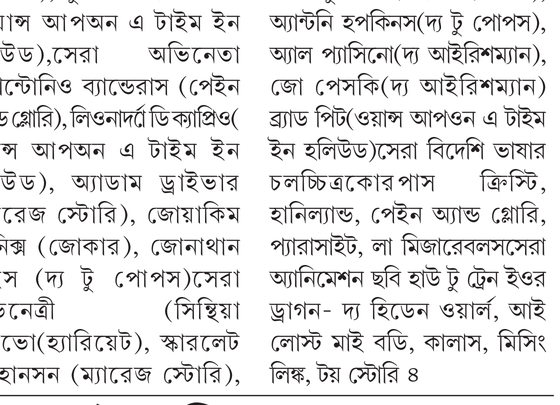

দীপিকা পাডুকোন। তাঁর এই পদক্ষেপকে অনেকে কুর্নিশ জানালেও একে নিছক পাবলিসিটি স্টান্ট ছাড়া অন্য কিছু বলতে নারাজ হিন্দুত্ববাদীরা। ই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সোমবার রামদেব বলেন, ''দীপিকা অত্যান্ত ভালো অভিনেত্রী।

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। ছবি- নিজস্ব।

কাশ্মীরে পৃথক স্থানে প্রবল তুষারধস, ৩ জন সেনা জওয়ান-সহ মৃত্যু ৮ জনের

শ্রীনগর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): তুষারধস ফের কেড়ে নিল প্রাণঊ জম্মু ও কাশ্মীরের পৃথক স্থানে তুষারধসে প্রাণ হারালেন ৩ জন সেনা জওয়ান এবং ৫ জন সাধারণ নাগরিক।

মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর মাছিল সেক্টরে ভারতীয় সেনবাহিনীর ছাউনিতে তুষারধস নামেঊ বরফের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন সেনা জওয়ানঊ এছাড়াও একজন সেনা জওয়ানের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নিঊ তুষারধসের নীচে চাপা পড়েছিলেন ৫ জন জওয়ানঊ প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে একজন সেনা জওয়ানকেঊ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ

এছাড়াও সোমবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের নৌগাম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে তুষারধস নামেঊ মোতায়েন ছিলেন ৭ জন বিএসএফ জওয়ানঊ ততণাতশুরু হয় উদ্ধারকাজ, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ৬ জন জওয়ানকেঊ তবে, একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নিঊ বিএসএফ সূত্রের খবর, ওই জওয়ানের খোঁজ চলছেঊ

অপর তুষারধসের ঘটনা ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার গগনগীর এলাকায়ঊ সোমবার রাতে গগনগীর এলাকায় একটি গ্রামে তুষারধস নামে।

সেই সময় হেঁটে যাচ্ছিলেন ৫ জন সাধারণ নাগরিকঊ বরফের নীচে চাপা পড়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছেঊ এসএসপি গান্ডেরবাল কে এম পোসওয়াল জানিয়েছেন, 'প্রথমে তুষারধস নামে কোলানের কাছে রাইসনে, ১২ জনকে উদ্ধার করা হয়ঊ এরপর কোলানের খাউসের কাছে ধস নামে, ৫ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ সারারাত উদ্ধারকাজ চালানোর পর ৪ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

প্রবল ঠাণ্ডায় কাবু পাকিস্তান, দেশজুড়ে মৃত্যু বেড়ে ৭১

ইসলামাবাদ, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): প্রবল ঠাণ্ডায় কাঁপছে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তঊ ঠাণ্ডার কামড় সর্বাধিক পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীরেঊ বিগত ২৪ ঘন্টায় শুধুমাত্র আজাদ কাশ্মীরেই মৃত্যু হয়েছে ৫৫ জনেরঊ তাঁদের মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে নীলম উপত্যকায় বরফের নীচে চাপা পড়েঊ নিখোঁজ আরও ১০ জনঊ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৪ জনকেঊ খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা প্রধান আহমেদ রাজা কাদরি জানিয়েছেন, পাক সেনাবাহিনীর ততরতায় চলছে উদ্ধারকাজঊ কিন্তু, খারাপ আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছেঊ আহতদের পাক সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছেঊ

পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীর ছাড়াও বালুচিস্তান প্রদেশ, পঞ্জাব প্রদেশ এবং সিন্ধু প্রদেশেও অনেকের মৃত্যু হয়েছেঊ সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানে ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন ৭১ জনঊ প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রধান ইমরান জারকোন জানিয়েছেন, বিগত তিন দিনে বালুচিস্তান প্রদেশে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ প্রবল তুষারপাতের কারণে বাড়ির ছাদ ভেঙে এবং ঠাণ্ডায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ পঞ্জাব প্রদেশে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে

প্রায় দশ লক্ষ টাকার গাঁজা-সহ দুই তস্কর গ্রেফতার কাছাড়ের বাঁশকান্দিতে

শিলচর (অসম), ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : বিপুল পরিমাণের গাঁজা-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কাছাড়ের বাঁশকান্দি পুলিশ।

লক্ষ্মীপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, এক নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোরে বাঁশকান্দি এলাকায় ওত পেতে ছিল পুলিশের দল। তখন করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের দিক থেকে লক্ষ্মীপুর (কাছাড়) অভিমুখি বারো চাকার একটি কন্টেনার (ট্রাক) আটকে তাতে তালাশি চালানো হয়। তালাশি চালিয়ে ড্রাইভারের আসনের নীচে গোপন বাকসো থেকে চার প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করেন অভিযানকারী বাঁশকান্দি ফাঁড়ির ইনচার্জ ও অন্য পুলিশকর্মীরা।সূত্রটি জানিয়েছে, চার প্যাকেটে মোট ৮৫ কিলোগ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে। এগুলির স্থানীয় বাজারমূল্য কমপক্ষে দশ লক্ষ টাকা হবে বলে ধারণা করছে পুলিশের সূত্রটি। গাঁজা পাচারের দায়ে আটক করা হয়েছে লরির চালক ও সহ-চালককে। ধৃতদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পুলিশ জানিয়েছে, তারা যথাক্রমে পাঞ্জাবের মানসা এলাকার এমসি ওয়ার্ডের তিন নম্বর গলির জনৈক কারতার সিংহের ছেলে পওয়েতের সিংহ (৪৫) এবং পাঞ্জাবেরই বারনালার পুরানাবাজারের বাসিন্দা কমলজিৎ সিংহের ছেলে রোমি সিংহ (৩২)। ধৃতরা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে নাকি বলেছে, গাঁজাগুলি তারা ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে লোড করেছিল। এর পর করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর হয়ে শিলচর নিয়ে সেখানে অন্য কারোর কাছে হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু নেশা সামগ্রীগুলো বদরপুর থেকে সোজা শিলচর না এসে বাঁসকান্দি লক্ষ্মীপুরের রাস্তা কেন এরা ধরলো সে রহস্য বের করতে পুলিশ টানা জেরা করছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে। ইতিমধ্যে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারা বলবৎ করে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

সিএএ-কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হোক, সুপ্রিম কোর্টে মামলা কেরল সরকারের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ জারি রয়েছেঊ ঘটছে হিংসাত্মক ঘটনাওঊ এবার সিএএ-র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল কেরল সরকারঊ মঙ্গলবার সিএএ-র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে পিনারাই বিজয়ন সরকার জানিয়েছে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ২১ এবং ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনকারীঊ তাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে 'অসাংবিধানিক' ঘোষণা করা হোকঊ কেরল সরকার আরও জানিয়েছেন, সিএএ ধর্মনিরপেক্ষতার মৌলিক নীতিরও বিরুদ্ধেঊ

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বর মাসেই কেরল বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিএএ বাতিলের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিল পিনারাই বিজয়ন সরকারঊ মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কেরলে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেবেন না তিনিঊ শুধুমাত্র কেরল সরকার নয়, সিএএ-র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অনেকেইঊ প্রত্যেকের একটাই অনুরোধ, সিএএ-কে 'অসাংবিধানিক' ঘোষণা করা হোক

অকর্মণ্য ব্যক্তিরা যখন নির্বাচিত হন, তখন আপনি আর কী আশা করতে পারেন : চন্দ্র বসু

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য বিজেপি সভাপতির বক্তব্যের বিরোধিতায় এবার দলেরই সহ সভাপতি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তের পর এবার নাম না করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্যের সমালোচনা করলেন সহ সভাপতি চন্দ্র কুমার বসু।

রবিবার রানাঘাটে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করেন, 'যারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছে, ক্ষমতায় এলে বিজেপি তাদের গুলি করে মারবে।" এই মন্তব্যের জেরেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ধিক্কার, নিন্দা এসেছে বিভিন্ন মহল থেকেই।

বিজেপি সাংসদ "ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না" জানিয়ে দিলেও দলের ভিতরেই এই নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার টুইটারে কোনও নেতার নাম না করে নেতাজি পরিবারের সদস্য চন্দ্র কুমার বসু বলেন, "অযোগ্য, অকর্মণ্য ব্যক্তিরা যখন নির্বাচিত হন, তখন আপনি আর কী আশা করতে পারেন, কুকথা এবং নেতিবাচক মানসিকতা। "

এর আগে রাজ্যে তিন বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে বিজেপির ৩-০ ফলাফলের পরও রাখঢাক না রেখেই দলের "গঠনতন্ত্রে শুদ্ধিকরণে"র ডাক দিয়েছিলেন চন্দ্র বসু। স্পষ্টতই বলেছিলেন, "গোটা দেশের রণকৌশল স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ভূমিতে চলবে না।"

সম্প্রতি রানাঘাটে এক সভা থেকে দিলীপ ঘোষ বলেন, "নাগরিক আইন বিরোধী আন্দোলনে ৫০০-৬০০ কোটির সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। অসম, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশে শয়তানদের গুলি করা হয়েছে। এই রাজ্যেও যারা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাদের গুলি করে মারবে।"

দিলীপ ঘোষের বক্তব্যের নিন্দা করে প্রথম টুইট করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বলেন, "দিলীপ ঘোষের মন্তব্য অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। ওঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।"

বাবুলের টুইট রিটুইট করে দিলীপের মন্তব্য নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তও।

যদিও ঘরে-বাইরে সমালোচনার মুখেও নিজের অবস্থান নিয়ে অনড় দিলীপ ঘোষ। গতকাল দুপুরে এক সাংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন, "পার্টির লাইন কে ঠিক করেন, অমিত শাহ জি নাকি উনি (বাবুল সুপ্রিয়)?" এরপরই নাম না করে নেতাজি পরিবারের সদস্য চন্দ্র বসুকে আক্রমণ তাঁর, "দলে এমন আরও কিছু অরাজনৈতিক লোকজন রয়েছেন। যেমন চন্দ্র বসু।" অথচ রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি হলেন চন্দ্র কুমার বসু।

সিডিএস গঠনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে প্রাক্তনীরা, দাবি রাজনাথের

জয়পুর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): সেনাবাহিনীর প্রাক্তনীরাই কেন্দ্রকে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) পদটি গড়তে অনুপ্রাণিত করেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার রাজস্থানের জয়পুরে সেনাবাহিনীর ভেটেরানর্স ডে (প্রবীণ দিবস) উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারভানে-সহ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এই উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, দেশগঠনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর অবদান অপরিসীম। ফলে সেনা জওয়ানদের সার্বিক কল্যাণের দায়িত্ব কেন্দ্রের। কেন্দ্র সরকার যে এক পদ এক পেনশন প্রকল্প কার্যকর করেছেন তাও তুলে ধরেন রাজনাথ। পাশাপাশি নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন সেনা জওয়ানদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব, তা করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। দেশের নিরাপত্তা সেনা জওয়ান অপরিসীম আত্মত্যাগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

দাম কমল ২২-২৪ ক্যারেট সোনার

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): কাল শেষ পৌষ মাস। আর সামনেই মাঘ মাস অর্থাৎ বিয়ের মাস। আগেই সুখবর মধ্যবিত্তদের জন্য। দাম কমলো ২২ ও ২৪ ক্যারেট সোনার। গত বৃহস্পতিবার থেকে সোনার দাম কমলেও রবিবার চাপ বৃদ্ধি পায়। সোমবার তুলনামূলকভাবে সোনার দাম বেশি থাকলেও মঙ্গলবার সকাল থেকেই সোনার দর নেমেছে।

সোমবার ২২ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ছিল ৩৯৪০ টাকা,৮ গ্রাম ৩১৫২০ টাকা, ১০ গ্রাম ৩৯৪০০ টাকা, ১০০ গ্রাম ৩৯৪, ৯০০ টাকা। সেখানে আজ মঙ্গলবার ২২ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ৩৯১২ টাকা,৮ গ্রাম ৩১,২৯৬ টাকা, ১০ গ্রাম ৩৯১২০ টাকা,১০০ গ্রাম ৩৯১২০০ টাকা। অন্যদিকে গতকাল ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল, ১ গ্রাম ৪০৮০ টাক,৮ গ্রাম ৩২৬৪০ টাকা,১০ গ্রাম ৪০৮০০ টাকা, ২০০ গ্রাম ৪০৮০০০ টাকা। কিন্তু সেই দাম আজ কমে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম হয়েছে ১ গ্রাম ৪০৬২ টাকা, ৮ গ্রাম ৩২৪৯৬ টাকা, ১০ গ্রাম ৪০৬২০ টাকা, ১০০ গ্রাম ৪০৬২০০ টাকা। অতএব যাদের সামনেই বিয়ে তাদের জন্য সোনার দামের এহেন পতন খুশির খবর নিয়ে এসেছে তা বলাই বাহুল্য।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ডাক বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ক্রমাগত দেশবিরোধী অবস্থান নেওয়ার জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ডাক দিল বিজেপি। ভারতকে আক্রমণ আর পাকিস্তানকে রক্ষা করা কংগ্রেসের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই কাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে শতাব্দী প্রাচীন দলটি বলে বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে দলের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, কংগ্রেস ক্রমাগত ভারত, ভারতীয় সেনাবাহিনী, গুপ্তচর বিভাগ, ভারতীয় সেনা জওয়ান এবং ভারত সরকারকে আক্রমণ করে চলেছে। সন্ত্রাসের মধ্যে ধর্মকে খোঁজা কংগ্রেসের কাজ। গেরুয়া সন্ত্রাসের অভিযোগ সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস বারেবারে করে তুলেছে। রাহুল গান্ধী বলেছিলেন সিমি বা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ থেকে নয়। তিনি ভীত হিন্দু সন্ত্রাসবাদ নিয়ে। পাকিস্তানকে মদত জুগিয়ে চলেছে কংগ্রেস। ভারত বিরোধী পদক্ষেপ অবলম্বনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে কংগ্রেসের।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত শনিবার জঙ্গিযোগের অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি দাভিন্দ্র সিংকে সোপিয়ান থেকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি দুই হিজবুল মুজাহিদিনের দুই জঙ্গিকেও গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী একাধিক ট্যুইট করে লেখেন, দাভিন্দ্র সিং যদি দাভিন্দ্র খান হতো তবে আরএসএসের প্রতিক্রিয়া আরও বেশি জোরালো হতো। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। অধীরের এহেন মন্তব্যের পরেই নিন্দায় সরব হন সম্বিত পাত্র। এদিন তিনি বলেন, জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকা জম্মু ও কাশ্মীরের ডিএসপিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস ভারতের নিন্দায় মুখর হয় এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করে চলেছে। এমনকি নরেন্দ্র মোদীকে হিন্দু জিহন্নাও বলেছে কংগ্রেস।

আরবিআই-এর নতুন ডেপুটি গভর্নর এম দেবব্রত পাত্র, ৩ বছরের জন্য নিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র নতুন ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত হলেন মাইকেল দেবব্রত পাত্রঊ মঙ্গলবার পার্সোনাল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে অর্ডার জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী ৩ বছরের জন্য আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে মাইকেল দেবব্রত পাত্রকেঊ বর্তমানে আরবিআই-এর চতুর্থ ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন মাইকেল দেবব্রত পাত্রঊ

২০১৯ সালের জুন মাসে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই, আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিরল ভি আচার্যঊ তারপর থেকেই ওই পদ ফাঁকা ছিলঊ মাইকেল দেবব্রত পাত্র সম্ভবত মনেটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব পেতে পারেন, এর আগে ওই দায়িত্ব সামলাতেন বিরল আচার্যঊ আরবিআই-এর মোট ডেপুটি গভর্নর হলেন ৪ জনঊ এই মুহূর্তে আরবিআই গভর্নর হলেন শক্তিকান্ত দাসঊ ডেপুটি গভর্নর হলেন-এন এস বিশ্বনাথন, বি পি কানুনগো এবং এম কে জৈন।

পশ্চিম দিল্লিতে জুতো তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছেঊ সোমবার গভীর রাতেই দিল্লির উত্তম নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লেগে দগ্ধ হয়েছিলেন একই পরিবারের ৪ জন সদস্যঊ সেই অগ্নিকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার সকালে আগুন লাগে পশ্চিম দিল্লির লরেন্স রোডে অবস্থিত একটি জুতো তৈরির ফ্যাক্টরিতেঊ ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২৬টি ইঞ্জিনঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ

দমকল ও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৯.৪০ মিনিট নাগাদ পশ্চিম দিল্লির লরেন্স রোডে অবস্থিত জুতো তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগেঊ সকাল ৯.৪৬ মিনিট নাগাদ দমকলে ফোন করে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করা হয়ঊ খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২৬টি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছেঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পঞ্জাব : ভারত-পাক সীমান্তে সন্দেহজনক ড্রোন, গুলি করে নামাল বিএসএফ

ফিরোজপুর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানের চক্রান্ত ফের ভেস্তে দিল ভারতঊ পঞ্জাবের ফিরোজপুরে ভারত-পাক সীমান্তে সন্দেহজনক ড্রোন গুলি করে নামাল ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)ঊ বিএসএফ সূত্রের খবর, সোমবার রাত ৮.৪৮ মিনিট এবং রাত এগারোটা নাগাদ ভারত-পাক সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানে ড্রোন নজরে আসে বিএসএফ-এরঊ গুলি করে ওই ড্রোন নামান বিএসএফ জওয়ানরাঊ

বিএসএফ সূত্রের খবর, প্রথমে সোমবার রাত ৮.৪৮ মিনিট নাগাদ, এরপর রাত এগারোটা নাগাদ ফিরোজপুরে ভারত-পাক সীমান্ত বরাবর দু'টি সন্দেহজনক বস্তু নজরে আসেঊ বিএসএফ-এর ১৩৬ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা গুলি করে একটি ড্রোন নামানঊ এরপর আরও একটি ড্রোনের খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়ঊ কিন্তু, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি

বিজাপুরে আইইডি, আহত সিআরপিএফ জওয়ান

বিজাপুর(ছত্তিশগড়), ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম এক সিআরপিএফ জওয়ান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই জওয়ান।

মঙ্গলবার সকালে মহাদেব ঘাঁটি এবং চিন্নাকোদেপল সংযোগকারি সড়কের রোড ক্লিয়ারেন্স অভিযান চালাচ্ছিল সিআরপিএফ। সেই সময় মাওবাদীদের পুতে রাখা আইইডির বিস্ফোরণ হয়। গুরুতর জখম হন ৮৫ নম্বর ব্যাটিলিয়নের রামানুজ যাদব নামে এক জওয়ান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হেলিকপ্টারে এয়ারলিফট করে রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রামানুজ। সিআরপিএফের আইজি জিএইচপি রাজু জানিয়েছেন, রামানুজের দুই পায়ের জখম গুরুতর। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও মাওবাদী গ্রেফতার হয়নি।

তেহরান বিমান দুর্ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের : ইরান

তেহরান, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ইরানের রাজধানী তেহরানে ইউক্রেনের বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনকেঊ মঙ্গলবার এ কথা স্বীকার করল ইরান সরকারঊ গত ৮ জানুয়ারি তেহরান বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের একটি বিমানঊ ওই বিমানটিতে ৯ জন ক্রু মেম্বার এবং ১৬৭ জন যাত্রী-সহ মোট ১৭৬ জন ছিলেনঊ টেক-অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি ভেঙে পড়েঊ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ১৭৬ জনইঊ ইরানের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই স্বীকার করা হয়েছে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমানঊ

বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় তদন্তের জন্য একটি বিশেষ আদালত গঠনের আহ্বাণ জানিয়েছিলেন ইরানের রাষ্ট্রপতিঊ তারপর থেকেই বিশেষ ততরতায় সঙ্গে শুরু হয় তদন্তঊ মঙ্গলবার জুডিশিয়ারি মুখপাত্র গোলামহোসেইন ইসমাইলি জানিয়েছেন, 'দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত চলছে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ' তবে, ঠিক কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা তিনি জানাননি

আমাকেও তো জেনারেশন তৈরি করতে হবে, ধরনা মঞ্চ থেকে মমতা

কলকাতা,১৪ জানুয়ারি (হি.স.): 'আজ আমি শুনতে এসেছি। মুখগুলো চিনতে এসেছিঊ আমাকেও তো জেনারেশন তৈরি করতে হবে'ঊমঙ্গলবার রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের ধরনা মঞ্চ থেকে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

ছয়ের পাতায়

ফাররুকাবাদে বেসরকারি হাসপাতালের অপারেশ থিয়েটারে কুকুর ঢুকে খুবলে খেল সদ্যজাত শিশুকে

ফাররুকবাদ, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের ফাররুকাবাদ শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের অপারেশ থিয়েটারে কুকুর ঢুকে খুবলে খেল এক সদ্যজাত শিশুকে। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে।

আবাস বিকাশ কলোনির বাসিন্দা রবি কুমার তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনাকে ভর্তি করেছিলেন কলোনিরই আকাশ গঙ্গা নামে একটি হাসপাতালে। রবি জানিয়েছেন, স্ত্রীর প্রসব যন্ত্রণা ওঠায় ভোরে তাঁকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করেন তিনি। ডাক্তাররা প্রথমে নাকি জানিয়েছিলেন নর্মাল ডেলিভারি করা হবে। পরে তাঁকে জানানো হয় সিজার করা হচ্ছে স্ত্রীয়ের। সকাল ৮টা নাগাদ ছেলের জন্ম দেন কাঞ্চনা। "আমাকে বলা হয়েছিল মা ও সন্তান দু'জনেই সুস্থ আছে। অপারেশন থিয়েটারের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। ছেলের মুখও দেখিনি তখন। আচমকাই নার্সরা চেঁচামেচি জুড়ে দেন কুকুর ঢুকে গেছে ওটিতে। শুনেই ছুটে গিয়ে দেখি আমার সন্তান ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে মাটিতে," বলেছেন সন্তানহারা বাবা। জানিয়েছেন, সিজারের পরে কাঞ্চনাকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য ওয়ার্ডে। কিন্তু তাঁর সন্তানকে ফেলে রাখা হয়েছিল ওটিতেই। ডাক্তার ও হাসপাতাল কর্মীদের চূড়ান্ত গাফিলতি ও অমানবিকতার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

নাগপুরে ভ্যান-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু ২ জনের, আহত কমপক্ষে ১০

নাগপুর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে যাত্রীবাহী ভ্যানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি ট্রাকঊ মঙ্গলবার সকালের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ভ্যানের আরোহী ২ জন যাত্রীরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ১০ জন কমবেশি আহত হয়েছেনঊ মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নাগপুর শহরের মহালগি নগর স্কোয়ারের কাছে।পুলিশ ইন্সপেক্টর অজিত সিদ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ নাগপুর শহরের মহালগি নগর স্কোয়ারের কাছে, রাস্তা পারাপার করার সময় যাত্রীবাহী একটি ভ্যানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাকঊ ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন যাত্রীঊ এছাড়াও ১০ জন কমবেশি আহত হয়েছেনঊ আহতদের প্রত্যেককে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ তাঁদের মধ্যে ৮ জনকে প্রাথমিক চিকিতার পর ছেড়ে দেওয়া হয়, বাকি ২ জন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ পুলিশ ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, ঘাতক ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

১৯৬৫ ও ১৯৭১ যোদ্ধাদের বিশেষ পেনশন প্রদানের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে : সেনাপ্রধান

জয়পুর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর যোদ্ধাদের বিশেষ পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব প্রতিরক্ষামন্ত্রককে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশের নতুন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারভানে। মঙ্গলবার রাজস্থানের জয়পুরে সেনাবাহিনীর ভেটেরানর্স ডে (প্রবীণ দিবস) উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারভানে-সহ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

এদিন প্রাক্তন সেনানীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, আপাতকালীন এবং স্বপ্ল-মেয়াদী কমিশনড সেনা অফিসাররা যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের জন্য বিশেষ পেনশন প্রদানের প্রস্তাব প্রতিরক্ষামন্ত্রককে পাঠিয়েছে সেনাবাহিনীর সদর দফতর। কারণ এই দুই ধরণের সেনা অফিসারেরা স্বাভাবিক পেনশন প্রাপকের যোগ্যতা অর্জন করার আগেই অবসর নেয়। তাই স্বতন্ত্র সেনানী সম্মান পেনশন প্রকল্পের আওতাও এই সকল প্রাক্তন সেনানীদের বিশেষ পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গুগলে কাইফি আজমিকে স্বীকৃতি

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি, (হি.স.) : কাইফি আজমির জন্মদিনে তাঁকে স্বীকৃতি জানাল গুগলঊ আর ক'দিন বাদেই তাঁর ১০১ বছর পূর্ণ হবেঊ প্রথিতযশা ভারতীয় উর্দুভাষী কবি ও সাহিত্যিক, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতা সমাজসচেতনায় ঋদ্ধ।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শওকাত আজমিকে বিয়ে করেন। তাঁর কন্যা বিখ্যাত অভিনেত্রী শাবানা আজমি। তিনি ছাত্র জীবনে উর্দু ও ফার্সি সাহিত্যে লেখাপড়া করেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় লেখাপড়া ছেড়ে দেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এরপর পার্টির আদেশে মুম্বই যান। এ সময় তিনি আলী সর্দার জাফরি সম্পাদিত দলীয় পত্রিকা 'কাওমি জং'-এ যোগ দেন।

অন্যান্য উর্দু কবিদের মতই কাইফি আজমি গজল দিয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেন। ধীরে ধীরে সামাজিক সচেতনতামূলক কাব্য রচনা করতে থাকেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে আখির-ই-সাব, শারমায়া, আওয়ারা সাজদে, কৈফিয়াত, নঈ গুলিস্তাঁ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ সালে গীতিকার হিসেবে মুম্বাই চলচ্চিত্রে কাজ আরম্ভ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কাইফি আজমি একজন প্রথিতযশা কবি ও সিনেমা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের নির্যাতন কাইফি আজমিকে ব্যথিত করে। তিনি কবিতার মাধ্যমে তাঁর অনুভূতি তুলে ধরেন। কবিতা লিখে ও পাঠ করে তিনি বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে সাহায্য করেন।

কাইফি আজমি 'পদ্মশ্রী' ছাড়াও ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ারা সাজদে কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। এছাড়া তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি এবং ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য একাডেমি ফেলোশিপ (২০০২) পেয়েছিলেন।

তিন দিনের সফরে ভারতে আসছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী জাভেদ জারিফ

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : তিন দিনের সফরে ভারতে আসছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী জাভেদ জারিফ। মঙ্গলবার জারিফ দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন। বুধবার জাভেদ জারিফ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন। ইরান-আমেরিকা সম্পর্কে চাপ কমাতে এদিন কথা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ইরানি কম্যান্ডার কাসেম সোলেমানির মৃত্যুতে এই দুই দেশের সম্পর্কে টান পরেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জাভেদ জারিফ মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হবেন। সেখানে তিনি কিছু ব্যসসায়ীদের সঙ্গে দেখা করবেন। শুক্রবার তাঁর ভারত সফর শেষ হবে বলেই বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে। কাসেম সোলামানির মৃত্যুতে এই মুহূর্তে ইরানের তরফে ভারত সফর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারত প্রথম থেকেই ইরান-আমেরিকা সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে তৎপর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত টানা ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ওমান এবং কাতারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। প্রসঙ্গত, জানুযারির ৩ তারিখ ইরানিয়ান কম্যান্ডার কাসেম সোলেমানির ড্রোন হামলায় মৃত্যু হয়েছে। ঠিক এরপরেই ইরান আমেরিকার দুটি ঘাঁটিতে পরপর ব্যালিস্টিক মিশাইল ছুঁড়ে আক্রমণ চালিয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

দেশবাসীকে বিভ্রান্ত্র করা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ওই বিল পাস হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দেশবাসীকে বারেবারে আস্বস্থ করেছেন, একজন নাগরিকের নাগরিকত্ব ওই আইনে কেড়ে নেওয়া হবে না। তবুও, কেবলই বিরোধিতার জন্য এক অরাজক পরিস্থিতি কায়েম করে রেখেছে বিরোধীরা, তোপ দাগেন সঞ্জয় ধোত্রে।

তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, বিরোধীরা দেশবাসীর মনে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন নিয়ে ভীতের সঞ্চার করেছেন। সারা দেশে ভয়ের পরিবেশ কায়েমে দেশবাসীকে অস্থির করে তুলেছে। তাতে, দেশের ক্ষতি হচ্ছে।

জরুরী পরিষেবা

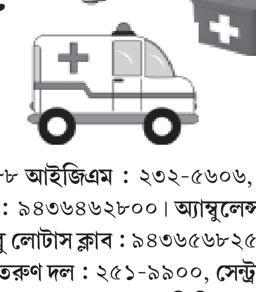

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সমাজের উন্নয়নে প্রয়োজন সহযোগিতা, সমন্বয়, প্রেম : মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী হিংসা নয়, সহযোগিতা, সমন্বয় এবং মত বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত।

মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের নবনির্মিত প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, পশ্চিমী সভ্যতা অনুযায়ী যুদ্ধ ও প্রতিস্পর্ধার মধ্যে দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে চলে। কিন্তু ভারতীয় চেতনা এবং পরম্পরা এর একেবারে উল্টো। সহযোগিতা, সমন্বয়, মত বিনিময়, প্রেম, আত্মিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রগতি সম্ভব। তাই স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে দেশ এবং সমাজের কল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে সকলের কাজ করে যাওয়া উচিত। সম্পদ থেকেও সাধনা একান্ত প্রয়োজন।

দেশের কৃষকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, কৃষকেরা যদি সমস্যা মুক্ত হয়ে সামর্থ হয়ে উঠতে পারে তবে ভারতের উন্নতিতে তারা নিজেদের অবদান রাখতে পারবে। গোটা বিশ্বের সুখ, শান্তির জন্য ভারতের সমৃদ্ধশালী হওয়াটা একান্ত জরুরি।

কিষাণ সঙ্ঘের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডাঃ মোহন ভাগবত জানিয়েছন, কিষাণ সঙ্ঘের প্রত্যেক কার্যকর্তা সমাজ সংগঠক রূপে কাজ করে চলেছেন। কৃষকদের সমস্ত সমস্যা মুক্ত করাই এই সংগঠনের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। এই কার্যালয়তে আসা কৃষকেরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেন, তার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

সভাপতি ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

এসোসিয়েশনের সভাপতি পদেও দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এছাড়াও, তিনি দলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও রয়েছেন।

অভিনব প্রতিবাদ

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। তাঁর দাবি, জনজাতি কল্যানে আমাদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনির্দিষ্টকালের জন্য জারি থাকবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রামের পথ ছাড়বো না আমরা, বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, তীর্থমুখ মেলায় উপস্থিত হতে পেরে তিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কারণ তিনি রাম এবং কৃষ্ণের ভূমি থেকে এসেছেন। এখানে তীর্থমুখ মেলায় এসে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীর সমাগম দেখে তিনি আপ্লত। তিনি রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজাতি কল্যাণ মী মেবার কুমার জমাতিয়া, পর্যটন মী প্রণজিৎ সিংহরায়, বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন করবুকের মহকুমা শাসক এল ডার্লং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক বি এ সি'র চেয়ারম্যান অসীম কুমার ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব এন ডার্লং, অধিকর্তা তনুশ্রী দেববর্মা, গোমতী জেলার জেলাশাসক টি কে দেবনাথ প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ সরকারি প্রদর্শনী মণ্ডপ পরিদর্শন করেন এবং রাইমা-সাইমার সঙ্গমস্থল তীর্থমুখে পুস্পার্ঘ অর্পণ করেন।

নির্দেশ হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আজ ওই মামলায় চূড়ান্ত শুনানি শেষে রায় ঘোষণা হয়েছে। বিচারপতি সুভাশিষ তালপাত্র তপন বিশ্বাসের পক্ষে রায় দিয়েছেন। বিপ্লব বাবু জানান, তাঁর মক্কেল তপন বিশ্বাস-কে ১৫ দিনের মধ্যে পাম্প অপারেটর পদে পুনর্বহালের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। সাথে, প্রীতম চক্রবর্তীর নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। বিপ্লববাবুর কথায়, ত্রিপুরা হাইকোর্ট পাম্প অপারেটর বারখাস্তে প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। গতকালও ত্রিপুরা হাইকোর্ট এক পাম্প অপারেটরকে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে।

দুইদিনের জন্য

● প্রথম পাতার পর

এসটি-এসসি সংরক্ষণ বিল বিধানসভায় পেশ করবে। তাছাড়াও, দুইটি সংশোধনী বিল এই অধিবেশনে পেশ করবে ত্রিপুরা সরকার, বলেন তিনি।

অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, মাঝে শনি ও রবিবার বিধানসভা বন্ধ থাকবে। সোমবার অধিবেশন সমাপ্তি হবে। অবশ্য, বিরোধী দলের সচেতক তপন চক্রবর্তীর অনুরোধে ওই দিন অধিবেশন সমাপ্তির সময় প্রয়োজনে কিছুটা বাড়ানো হতে পারে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সহ বাজার সেড

● প্রথম পাতার পর

পার্শ্ববর্তী ৪টি বাড়ি ও বাজার সেড পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জিরানীয়া থেকে দুটি এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে ১টি দমকলের ইঞ্জিন ছুটে গিয়ে আগুন আয়ত্বে আনতে দমকল কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তাছাড়া, ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনীকে পৌছাতেও সময় লেগেছে। জম্পুইজলা মহকুমা শাসক সঞ্জিব দেববর্মা জানিয়েছেন, ওই এই মহকুমায় কোনও দমকল কেন্দ্র না থাকায় সময় মত আগুন আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়নি। দমকলকর্মীদের বক্তব্য, সম্ভবত সর্টসাকিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। তবে, ক্ষয়ক্ষতি এখনও নিরুপন করা সম্ভব হয়নি।

মঞ্চ থেকে মমতা

পাচের পাতার পর

বন্দোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'নাগরিকত্ব একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিজেপি কেন এত তাড়াহুড়ো করছে? সিএএ নিয়ে স্পষ্ট আইনই তৈরি হয়নিঊ যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ একাই ৩০ হাজার উদ্বাস্তু খুঁজে বের করে ফেলেছে।আজ আমি শুনতে এসেছিঊ মুখগুলো চিনতে এসেছি।সব সময় দেখার সুযোগ হয় না। তোমরা বলো, আমি শুনব"ঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন,এনআরসি-র প্রতিবাদে ৯ জানুয়ারি থেকে রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে ধরনায় বসেছে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনঊ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও ধরনা মঞ্চে পৌছায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন উপাচার্যঊ পঞ্চানন বর্মা, সিধো-কানহু ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন উপাচার্যের পাশাপাশি বর্ধমানের জেলা শিক্ষা আধিকারিককেও দেখা যায় সেই মঞ্চেঊ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও

পরিবারের ৪ জন

তিনের পাতার পর

রাজিন্দরের শরীরের ৪০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছেঊ এছাড়াও পাপ্পুর শরীরের ২৫ শতাংশ এবং বারু লালে শরীরের ২৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে

পর্যায়ে সাক্ষাৎ

তিনের পাতার পর

সেনানিবাসে অবস্থিত ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ পরিদর্শন করে।আগামী বুধবার (১৫ জানুয়ারি) প্রতিনিধিদলটি গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করবে।প্রতিনিধিদলটি গত ১২ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছে এবং আগামী ১৫ জানুয়ারি নিজ দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

গুলি'মন্তব্যের জেরে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে জোড়া এফআইআর তৃণমূলের

রাণাঘাট, ১৪ জানুয়ারি (হি.স): 'গুলি'মন্তব্যের জেরে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে জোড়া এফআইআর করল তৃণমূল। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের 'গুলি করে মারা উচিত' মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। মঙ্গলবার সরাসরি রাণাঘাট থানায় এফআইআর দায়ের করল তৃণমূল। দলের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই এফআইআর দায়ের করেছেন । শুধু তাই নয়, মেদিনীপুরের সাংসদের কাছে যদি আগ্নেয়াস্ত্র থাকে, তাহলে তা বাজেয়াপ্ত করারও আর্জি জানিয়েছেন তিনি। হাবড়াতেও দিলীপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে তৃণমূল ।

রাণাঘাট শহরের তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দিলীপের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এমনিতেই নদিয়া পুলিশে মামলা নিয়ে বিজেপি নেতাদের অভিজ্ঞতা ভাল না। কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল মুকুল রায়ের। তারপর দীর্ঘদিন আদালতের নির্দেশে জেলায় ঢুকতে পারেননি মুকুল রায়।

আজ দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে সংশোধনাগারে ঢোকানোর কথা বলেছেন রাজ্যের কারামন্ত্রী উজ্বল বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'অবিলম্বে ওঁকে সংশোধনাগারে ঢোকানো উচিত। তারপর সংশোধন করে ওঁকে ফেরত পাঠানো হোক।'যদিও এফআইআর নিয়ে বিজেপির জেলা নেতা স্বপন কুমার দাম বলেন, 'দিলীপ ঘোষ অন্য রাজ্যের উদাহরণ দিয়েছেন। বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।'

রবিবার নদিয়ায় একটি জনসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদের নামে গত ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। বিশেষ করে ট্রেন পোড়ানো হয়, প্ল্যাটফর্মে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার পরেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাঠিচার্জের ও গুলি করার নির্দেশ না দেওয়ার জন্যই তাঁকে নিশানা করেন দিলীপ ঘোষ। এখানেই থামেননি দিলীপ ঘোষ। মেদিনীপুরের সাংসদ বলেন, 'এসব কি তাদের বাপের সম্পত্তি ? কর দাতাদের টাকায় তৈরি এইসব সরকারি সম্পত্তি তারা নষ্ট করে কী ভাবে ?' তিনি বলেন, 'এইসব দেশবিরোধীদের উপর গুলি চালিয়ে ঠিক কাজই করেছে উত্তরপ্রদেশ, অসম ও কর্নাটক সরকার। এদের গুলি করাই উচিত।'

'গুলি' বক্তৃতা নিয়ে এখনও অনড় মেদিনীপুরের সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, তিনি যা বলেছেন তা পার্টির লাইন মেনেই বলেছেন। এই কারণে বাবুলের বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন দিলীপ ঘোষ। আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে 'রাজনীতিতে নবাগত' বলতেও ছাড়েননি। কয়েকদিন আগে কৃষ্ণনগরেই বিজেপির জনসভার কারণে অ্যাম্বুল্যান্সকে ঘুরপথে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় কৃষ্ণনগরের কোতয়ালি থানায়।

কিউরেটিভ পিটিশন

● প্রথম পাতার পর

সেই মতো গত ৯ জানুয়ারি নির্ভয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রায় সংশোধনের আর্জি (কিউরেটিভ পিটিশন) করে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বিনয় কুমার শর্মা এবং মুকেশ সিং। মঙ্গলবার বিনয় ও মুকেশের কিউরিটিভ পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে দিল্লিতে চলন্ত বাসে ২৩ বছরের তরুণী, প্যারামেডিক্যাল ছাত্রী 'নির্ভয়া'-কে গণধর্ষণ করে ৬ জন দুষ্কৃতী। নির্ভয়া এবং তাঁর বন্ধু অবীন্দ্র প্রতাপের উপর নৃশংস অত্যাচার চালায় তারা। নির্ভয়ার উপর চলা নির্যাতনের বীভতসতা স্তম্ভিত, লজ্জিত, ক্রুদ্ধ করেছিল গোটা দেশবাসীকেঊ দীর্ঘ সাত বছর ধরে বিচারপর্ব চলার পর গত ৭ জানুয়ারি দোষীদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট।

জেল হেফাজত

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু, পুলিশ লকআপে তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

ওই ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির জন্য পশ্চিম আগরতলা থানার ডিউটি অফিসার এসআই সঞ্জিত দেববর্মা এবং কনস্টেবল বিশ্বরূপ পালকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিকে, সাইবার ক্রাইম-র পুলিশ সুপারের পদ থেকে শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অজিত প্রতাপ সিংকে সাইবার ক্রাইম-র পুলিশ সুপারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, এটিএম হ্যাক কাণ্ডে ধৃত দুই তুর্কির নাগরিক এবং দুই বাংলাদেশী নাগরিককে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। সরকারি আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন, পুলিশ রিমান্ড শেষে তাদের আদালতে তোলা হয়েছিল। পুলিশ আদালতে পরবর্তী রিমান্ডের আবেদন জানায়নি। তাই, আদালত চারজনকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলা শহরের বিভিন্ন এটিএম হ্যাক করে ৭০ লক্ষাধিক টাকা লুটে নিয়েছিল হ্যাকাররা। ওই হ্যাকিংয়ে তুর্কির বাসিন্দা হাকান জানবুরকান, ফেতাহ আলদেমির এবং দুই বাংলাদেশি নাগরিক মহম্মদ হান্নান ও মহম্মদ রফিকুল ইসলাম যুক্ত ছিল। অসমেও তারা এটিএম হ্যাকিং করেছিল। অসম পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করেছিল। তারা কলকাতায় বসে এটিএম হ্যাক করেছিল। তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গত ১৯ নভেম্বর গ্রেফতার করেছিল।

মন্ত্রিসভায় সায়

● প্রথম পাতার পর

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছে। অথচ তৎকালীন রাজ্য সরকার সেটাকে কার্যকর করেনি। বর্তমান রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় আইন এবং শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়ে ৯ জনের একটি কমিটি গঠন করেছে।

এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের ৩০টি দপ্তর তাদের অনুমোদিত পদের সংখ্যা জানিয়েছে। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভা এই ৩০টি দপ্তরের দেওয়া পদগুলিকে অনুমোদন করেছে। তিনি আরও জানান, ৯ সদস্যের এই কমিটি এই অনুমোদিত পদগুলির মধ্যে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য কোনগুলি উপযোগী তা চিহ্নিত করবে।

আজকের রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্য প্রিজনার্স ত্রিপুরা দ্বিতীয় সংশোধনী অ্যাক্ট ২০১৯ রুলসে কিছুটা সংশোধনের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। নতুন সংশোধনীতে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর যদি কেউ না থাকে বা গৃহহীন হয় সেই ক্ষেত্রেও এখন পেরোলে যাওয়া যাবে।

অপরাধী যদি দ্বিতীয়বার অপরাধী সাব্যস্ত হন সেক্ষেত্রেও পেরোলে যাওয়ার অধিকার থাকবে। নতুন সংশোধনী রুলসে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর পরিবারের নিকট ব্যক্তি যদি মারা যায় সেইক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি পেরোলে ১০ ঘন্টার পরিবর্তে এখন ৩৬ ঘন্টা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, পূর্বে পেরোলে যাওয়ার জন্য বণ্ড ছিলো। কিন্তু রুলসে কিছু উল্লেখ ছিলো না। এখন যে পেরোলে যাবে তাকে একটা ৫০ হাজার টাকার বণ্ড দিতে হবে। এই রুলসগুলি সংশোধন করা হয়েছে বলে তিনি জানান। শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য দিয়ে আরও জানান, রাজ্যে এম জি এন রেগায় মোট ৬ লক্ষ ২৯ হাজার জবকার্ডধারী রয়েছেন। এরমধ্যে সক্রিয় জবকার্ডধারী রয়েছেন ৬ লক্ষ ১৩ হাজার। তিনি জানান, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরগুলির ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ হয়েছিলো যথাক্রমে ২৯ দিন, ৩৫ দিন এবং ৪৭ দিন। তিনি আরও জানান, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাজ হয়েছে ৩৩.৬৮ দিন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাজ হয়েছে ৪৬.০৭ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ হয়েছে ৪৭ দিন। শ্রমদিবস সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেশের ১০টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম বলে তিনি উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৭৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৩৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছয় জানুয়ারি পর্যন্ত ৬৭৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দিতে ফের সড়ক দুর্ঘটনা, পৃথক ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচ

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : ২৪ ঘণ্টা কাটেনি, করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানা এলাকায় ফের এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলা, এক নাবালক-সহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রায় সকলকে সংকটজনক অবস্থায় করিমগঞ্জ এবং স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। গতকাল একই থানা এলাকার সোনাখিরা পুলিশ পেট্রোলপোস্টের অন্তর্গত সেপেনজুরি (মেদলি) চা বাগানের পিপলাগুলে সংঘটিত ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় দুই শিশু, দুই মহিলা-সহ চারজনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হয়েছিলেন আরও দুই মহিলা-সহ সাতজন। ওই ঘটনার রেশ কাটেদনি, এরই মধ্যে মঙ্গলবার ফের অনুরূপ দুই পৃথক পৃথক দুর্ঘটনা ঘটেছে দেওলাখাল ও সলগইয়ে।

জানা গেছে, আজ প্রথম দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বাজারিছড়ার সলগই শিবমন্দির এলাকার ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে। সকাল দশটা নাগাদ স্থানীয় শ্যামা প্রজাপতির স্কুলপড়ুয়া যুবক বাপন প্রজাপতি (১৫) কোনও কাজে জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে প্রতিবেশীর বাড়ি যাচ্ছিল। সে সময় রাধাপ্যারীগামী একটি দ্রুতগামী ডিজেল চালিত অটো রিকশা (এপি ভ্যান) বাপনকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় সে সড়কের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। এপি ভ্যানটিকে পুলিশ আটক করলেও চালক ফেরার হয়ে গেছে।

অন্যদিকে, আজই বেলা প্রায় আড়াইটা নাগাদ যাত্রীবাহী আটো রিকশো ও একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অটোর চার যাত্রী। এই ঘটনাটি ঘটেছে দেওলাখালে জাতীয় সড়কের ওপর। আহতরা যথাক্রমে পাথারকান্দির শুক্কুর আলি (৬০), মইনুল হুসেন (২৭), আরিফ উদ্দিন (২৮) এবং লিলই বিবি (৪৫)। এ ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনার পর পাথারকান্দি পুলিশ এএস ১০ সি ৪৬২৪ নম্বরের অটো এবং এএস ২৪ সি ২৬০৪ নম্বরের ট্রাকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। তবে এক্ষেত্রেও দুই চালক পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

জোফ্রা আর্চারের উদ্দেশ্যে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করায় শাস্তির মুখে দর্শক

অকল্যান্ড, ১৪ জানুয়ারি (হি. স.) : জোফ্রা আর্চারের উদ্দেশ্যে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করায় নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের শাস্তির মুখে পড়তে হল দর্শককে। গত নভেম্বরে ইংল্যান্ডের নিউজিল্যান্ড সফরের সময় জোফ্রা আর্চারের উদ্দেশ্যে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করায় ওই দর্শককে দু'বছরের জন্য নির্বাসিত করল কিউয়ি বোর্ড।

আগামী দু'বছর নিউজিল্যান্ডের কোনও মাঠে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দেখতে হাজির থাকতে পারবেন না ২৮ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি। মাউন্ট মাউনগানুইয়ে টেস্ট চলাকালীন গ্যালারি থেকে জোফ্রা আর্চারের উদ্দেশ্যে আপত্তিজনক মন্তব্য করেন ২৮ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি। আর্চার বিষয়টি আইসিসি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকে জানানোর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রকাশ করেন। কিউয়ি অধিনায়ক উইলিয়ামসন তৎক্ষণাৎ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন আর্চারের কাছে। নিউজিল্যান্ড বোর্ডের তরফেও আর্চারের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। কিউয়ি বোর্ড পুলিশের দ্বারস্ত হলে ঘটনার তদন্ত করে অকল্যান্ডের ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে পুলিশ। বোর্ডের তরফে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ২ বছর মাঠে না আসার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। এও জানানো হয় যে, নির্বাসন উপেক্ষা করে মাঠে এলে তার বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাকরিরত চিকিৎসকদের ভর্তির পরীক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের রায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি, (হি. স.): সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পশ্চিমবঙ্গের এম ডি/ এমএস পাঠ্যক্রমে চাকরিরত চিকিৎসকদের ২৮৫ টি আসন রক্ষা পেল।মঙ্গলবার বিচারপতি অরুণ মিশ্র এই রায় দিয়েছেনঊ তিনি জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে নতুন করে আর কাউন্সেলিং করা যাবে না। ফলে এবছরের সরকারি চিকিৎসকদের এম ডি/এমএস-এর আসন সুরক্ষিত হল।

সার্ভিস ডাক্তারদের এম ডি/ এমএস পড়ার সুযোগ গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ভাবে বাধা পাচ্ছিল। মঙ্গলবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্র বলেন, এবছর সার্ভিস ডক্তরদের যারা ভর্তি হয়েছে, তাদের কোন ভাবেই বিব্রত করা যাবে না। যে আসনগুলো এবছর ফাঁকা রয়েছে, তার কাউন্সিলিং করে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করা যাবে না। যেহেতু সার্ভিস কোটা বিষয়ক সমস্যা এবং তামিলনাড়ুর একটি মামলা এখনও পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে বিচারাধীন, তাই এই মামলা তামিলনাড়ুর মামলার সাথে যুক্ত করা হল।

এ খবর জানিয়ে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের (এসডিএফ) সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঐতিহাসিক। আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী সকল চিকিৎসক এবং আন্দোলনের সমর্থনকারী সকলকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। এসডি এফ- এর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক জয় আবারও প্রমান করল সংগঠিত আন্দোলনই(গণতান্ত্রিক ও আইনী) পারে চিকিৎসকদের দাবি ছিনিয়ে আনতে পারে।

সিএএ প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে তোপ রাম মাধবের

ভুবনেশ্বর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের(সিএএ) বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিক্ষভের পেছনে বিরোধী দলগুলির মদত রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে দলের রাজ্য দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাম মাধব জানিয়েছেন, বিরোধী দলগুলি কুৎসা রটিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করছে। নাগরিকত্ব আইনটিকে কেবল মাত্র সংশোধন করা হয়েছে। ফলে সিএএ নিয়ে নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মের কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা অমুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংশোধিত আইনটি কাউকে বঞ্চিত করেনি।

দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মেনেই আইনটিকে যে তৈরি করা হয়েছে মঙ্গলবার, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ মেনেই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি এই আইনের বিরোধিতা করে হিংসার পরিস্থিতি গড়ে তুলতে চাইছে। হতাশ হয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে। পুলওয়ামা হামলার সময়ও কংগ্রেস এমন কাজ করেছিল। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি থেকে সিএএ পর্যন্ত মোদী সরকার প্রতিটি সিদ্ধান্তকে জনগণ স্বাগত জানিয়েছে।

প্রতীক্ষার অবসান, নতুন এসি ৩-টিয়ার হামসফর এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার অবসানঊ শুভ সূচনা হল মধুপুর (ঝাড়খণ্ড)-আনন্দ বিহার (দিল্লি) নতুন এসি ৩-টিয়ার হামসফর এক্সপ্রেসেরঊ মঙ্গলবার সকালে মুম্বইয়ে, ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত সবুজ পতাকা নেড়ে মধুপুর (ঝাড়খণ্ড)-আনন্দ বিহার (দিল্লি) হামসফর এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলঊ এদিন নতুন এসি (বাতানুকূল) ৩-টিয়ার 'হামমসফর এক্সপ্রেস'-কে সবুজ পতাকা নেড়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা করেছেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলঊ এই ট্রেন চালু করার মূল লক্ষ্য হল-যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণের সুব্যবস্থা

স্টার্ক-কামিন্সের দাপটে ২৫৫ রানে থামল ভারতের ইনিংস

শিখর-রাহুলের জুটি ভাঙার পর আর হল না তেমন কোনও জুটি। বরং তাসের ঘরের মতো পড়তে থাকল উইকেট। যার ফলে আরব সাগরের পারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেসিরিজের প্রথম একদিনেরম্যাচে ভুগতে হল ভারতকে। ইনিংস শেষের দিকে প্রত্যাশিত গতি পেল না একেবারেই। শেষ পর্যন্ত ৪৯.১ ওভারে ২৫৫ রানে থামল টিম ইন্ডিয়া।অজিদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই রাহুল দ্রাবিড়ের এই রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন বিরাট২৮ থেকে ৩৩, এই পাঁচ ওভারের মধ্যে ৩০ রানেচার উইকেট হারিয়ে ঘেঁটে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস। নেমেছিল মিডল অর্ডারে ধ্বস।যা লড়াইয়ে ফিরিয়ে এনেছিল অস্ট্রেলিয়াকে।১০ বলের ফারাকে ড্রেসিংরুমেফিরেছিলেন লোকেশ রাহুল ও শিখর ধওয়ন। যার ফলে আচমকাই চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারতীয় ইনিংস। সেই চাপই কয়েকগুণ বেড়েছিল। কারণ, চার নম্বরে নামা বিরাট কোহালিও বেশি ক্ষণ থাকলেন না। ১৪ বলে ১৬ রানে অ্যাডাম জাম্পাকে ফিরতি ক্যাচ দিয়েছিলেন তিনি। সেই ধাক্কা আর সামলে ওঠা যায়নি।নয় বল পরে মিচেল স্টার্কের বলে আউট হয়েছিলেন শ্রেয়াস আইয়ারও (৪)। তাঁর খোঁচা জমা হয়েছিল উইকেটকিপার অ্যালেক্স কারের হাতে।ষষ্ঠ উইকেটে ঋষভ পন্থ ও রবীন্দ্র জাডেজা যোগ করেছিলেন ৪৯ রান। যখন মনে হচ্ছিল দু’’জনে ভদ্রস্থ স্কোরে নিয়ে যাবেন, তখনই ফিরলেন জাডেজা (৩২ বলে ২৫)। ঋষভও (৩৩ বলে ২৮)ফিরলেন তার পর। শার্দুল ঠাকুরও (১৩ বলে ১০) ফিরলেন দ্রুত। ২১৩ রানে ষষ্ঠ উইকেট পড়ার পর বোঝা গিয়েছিল বড় রান সম্ভব নয়। কারণ, ভারতের টেলএন্ডারদের দুর্বলতা ক্রিকেটমহলে বেশ প্রচারিত। সেটাই ফের প্রমাণিত হল। তাও কুলদীপ যাদব (১৫ বলে ১৭) ও মহম্মদ শামির (১৫ বলে ১০) জন্য আড়াইশোর গণ্ডি পেরিয়ে গেল ইনিংস।ঋষভের সামনেও বড় রানের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ ছিল। কিন্তু তিনি তা পারলেন না। ছয় নম্বরে নেমেদায়িত্ববান হওয়াও দরকার তাঁর। পাশাপাশি, প্রশ্ন উঠছে অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের কি ব্যাটিং গভীরতা আরও বাড়িয়ে নামা উচিত ছিল না !য়াংখেড়েতে শিখর ধওয়ন পারলেও হাফ-সেঞ্চুরিতে পৌঁছতে পারেননি লোকেশ রাহুল। বাঁ-হাতি স্পিনার অ্যাশটন আগারকে ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে কভারে স্টিভ স্মিথকে সহজ ক্যাচ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ৬১ বলে ৪৭ রানের ইনিংসে ছিল চারটি চার। বড় রানের আশ্বাস ছিল তাঁর ব্যাটে। কিন্তু তা হল না। ২৭.১ ওভারে ফিরেছিলেন তিনি। আরশিখর ধওয়ন ফিরেছিলেন ২৮.৫ ওভারে।শুরুতে মন্থর থাকলেও ধীরে ধীরে হাত খুলেছিলেন তিনি।৬৬ বলে পঞ্চাশে পৌঁছেছিলেন। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলেন দিল্লির বাঁ-হাতি ওপেনার। মঙ্গলবারও তেমন সম্ভাবনা জন্ম নিচ্ছিল। কিন্তু তা হল না। প্যাট কামিন্সের বলে অ্যাশটন আগারকে ক্যাচ দিয়েরাহুলের পরইফিরলেন তিনি। ৯১ বলে তাঁর ৭৪ রানের ইনিংসে ছিল নয়টি চার ও একটি ছয়।ইনিংসের গোড়ায় পঞ্চম ওভারেই ধাক্কা খেয়েছিল ভারত। মিচেল স্টার্কের বলে লং-অফে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন রোহিত শর্মা (১৫ বলে ১০)।তিন নম্বরে নেমেছিলেন লোকেশ রাহুল। শিখর ধওয়নের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১২১ রান যোগ করে ইনিংস মেরামতকরলেন তিনি। প্রথম পাওয়ারপ্লে-র ১০ ওভারে এসেছিল ৪৫। ভারতের ১০০ এল ১৯.৫ ওভারে। ১৫০ এল ৩০.৫ ওভারে। ২০০ এল ২৪৬ বলে। ২৫০ এল ৪৮.৩ ওভারে। অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলার মিচেল স্টার্ক (৩-৫৬)। কেন রিচার্ডসন (২-৪৩), প্যাট কামিন্স(২-৪৪), অ্যাডাম জাম্পা (১-৫৩), অ্যাশটন আগার (১-৫৬) বাকি উইকেট ভাগ করে নিলেন।স জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। গত বছর ওয়ানডে সিরিজ জেতার পুনরাবৃত্তি ঘটানোই লক্ষ্য, জানিয়ে দিয়েছিলেন অধিনায়কঅ্যারন ফিঞ্চ। টস জিতলেতিনিও প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতেন বলে জানিয়েছিলেনবিরাট কোহালিও। তবে শুরুতে ব্যাটিংয়েরচ্যালেঞ্জ নিতেদল যেতৈরি, সেটাও সাফ ঘোষণাকরেছিলেন ভারত অধিনায়ক।সদ্য শ্রীলঙ্কাকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ হারিয়েছে ভারত। কিন্তু এ বার সামনেঅস্ট্রেলিয়া। বিপক্ষের মতো আলাদা ফরম্যাটও। ২০ ওভারের নয়, ৫০ ওভারের ক্রিকেটে মুখোমুখি দুই দল। অ্যারন ফিঞ্চের দল এক বছর আগে ভারতে এসে ওয়ানডে সিরিজ জিতে গিয়েছে। যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে।এই সিরিজকে ক্রিকেটমহল পেস বোলিংয়ের টক্কর হিসেবে দেখছে। অস্ট্রেলিয়া এই ম্যাচে খেলাচ্ছেমিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, কেন রিচার্ডসনেরমতো পেসারকে। দলে জায়গা পাননি জোশ হ্যাজলেউড। দুই স্পিনার হিসেবে রয়েছেন অ্যাডাম জাম্পা ও অ্যাশটন আগার।অন্যদিকে, ভারতের পেস বোলিং বিভাগেরয়েছেন জশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, শার্দুল ঠাকুর।নবদীপ সাইনির জায়গা হয়নি। চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব ও বাঁ-হাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাডেজা থাকছেন স্পিন বিভাগে। পাঁচ বিশেষজ্ঞ বোলারে খেলল ভারত। পেস বোলিংঅলরাউন্ডার শিবম দুবেও বাটিং অলরাউন্ডার কেদার যাদবের জায়গা হল না।শিবম দুবে, কেদার যাদব ছাড়াপ্রথম এগারোয় জায়গা পাননি মণীশ পাণ্ডে, নবদীপ সাইনি, যুজভেন্দ্র চহাল।এই সিরিজকে আবার দেখা হচ্ছে বিরাট কোহালি বনাম স্টিভ স্মিথের টক্কর হিসেবেও। দু’’জনের মুখোমুখি হওয়া তিন ম্যাচের সিরিজকে অন্য মাত্রা দিচ্ছে। তবে ভারতীয় দল রোহিত শর্মা, শিখর ধওয়ন ও লোকেশ রাহুলতিন ওপেনারকেই খেলানোয় তিনেনামলেন নাঅধিনায়ক বিরাট কোহালি।ফর্মে থাকা রাহুলকেতিন নম্বর জায়গাছেড়ে দিলেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এই ম্যাচে অভিষেক ঘটল মার্নাস লাবুশানের। যিনি টেস্ট ক্রিকেটে রয়েছেন অবিশ্বাস্য ফর্মে।খেলা শুরুর আগে তাঁর হাতে টুপি তুলে দিলেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক স্টিভ ওয়া।

পন্থের বদলে উইকেটের পেছনে রাহুল দাঁড়ালেন কেন?

মুম্বই: ঋষভ পন্থের মতো প্রতিষ্ঠিত উইকেটরক্ষক থাকলেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে এই দায়িত্ব পালন করছেন কেএল রাহুল। ব্যাপারটা কার্যত কারও নজর এড়ায়নি। অনেকেই প্রশ্ন করছেন, কেন এমনটা হয়েছে।
মঙ্গলবার মুম্বইয়ে ব্যাট করতে এসেছিলেন পন্থ। খুব বেশি প্রভাব না ফেললেও, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ৪৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ একটি জুটি তৈরি করেন তিনি। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় পন্থ আউট হওয়ার সময়ে।প্যাট কামিন্সের একটি বাউন্সার সামলাতে গিয়ে আউট হন পন্থ। ওই বলটা প্রথমে তাঁর ব্যাটে লেগে হেলমেটে গিয়ে লাগে।
ফলে পন্থের মাথায় চোট লেগেছে।বিসিসিআইয়ের তরফে প্রকাশিত একটা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কনকাশানের জন্য পন্থকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তাঁর বদলে উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়েছেন রাহুল।পন্থের চোট কতটা গুরুতর সেটা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২০ই জানুয়ারী, ২০২০ইং থেকে চলতি খারিফ (২০১৯-২০) মরশুমের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় খাদ্য নিগমের সাথে যৌথভাবে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (কুইন্টাল প্রতি ১৮১৫টাকা দরে) কৃষকদের থেকে ধান সংগ্রহ করা হবে। উক্ত ধান সংগ্রহের জন্য প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত ৫টি সুনির্দিষ্ট স্থান ও তার দৈনিক কর্মসূচি নিম্নে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট স্থান	সংগ্রহের সময়সূচি (প্রথম পর্যায়)
১	তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া-এগ্রি রেগুলেটেড মার্কেট	২০/০১/২০২০ থেকে ৩১/০১/২০২০
২	শান্তিরবাজার	বাইখোড়া	২০/০১/২০২০ থেকে ৩১/০১/২০২০
৩	উদয়পুর	মাতাবাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকা	২০/০১/২০২০ থেকে ৩১/০১/২০২০
৪	সোনামুড়া	সোনামুড়া এগ্রি প্রডিউস মার্কেট	২০/০১/২০২০ থেকে ৩১/০১/২০২০
৫	সাব্রুম	রাজীবনগর	২০/০১/২০২০ থেকে ৩১/০১/২০২০

সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নলিখিত গুণগত মান পরীক্ষা করা হবে :- (ক) শষ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ-সর্বোচ্চ ১৭ শতাংশ (খ) অনুপযুক্ত (নিম্নমানের) শষ্যের মিশ্রণ-সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ (গ) নষ্ট, অঙ্কুরিত, পোঁকা কাটা, ডিসকালার শষ্য ইত্যাদি -সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ (ঘ) অপুষ্ট, চিটা ইত্যাদি-সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ (ঙ) ফরেন্ মেটারস্-জৈব ও অজৈব সর্বোচ্চ ২শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত গুণমান পরীক্ষা সাপেক্ষে একজন কৃষক সর্বনিম্ন ৩(তিন) কুইন্টাল ও সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রি) কুইন্টাল ধান বিক্রয় করতে পারবেন।
ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে বিক্রয়ের জন্য আনা ধান উপযুক্ত ও গুণমান সম্পন্ন হিসাবে বিবেচিত হলেই তা ক্রয় করা হবে। ধান বিক্রয়ে ইচ্ছুক কৃষকবন্ধুরা নিজস্ব বস্তায় ৪০ কেজি প্রতি বস্তা হিসাবে নির্ধারিত ধান বিক্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন এবং নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত জায়গায় নামিয়ে দেবেন। পরবর্তী পর্যায়ে গুণগত মান পরীক্ষাকরণ, ওজন প্রক্রিয়া এবং গাড়িতে লোড দেয়ার দায়িত্ব দপ্তরের। বিক্রিত ধানের মূল্য হিসাবে প্রাপ্ত অর্থরাশি সংশ্লিষ্ট কৃষকদের স্ব-স্ব ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ভারতীয় খাদ্য নিগম প্রদান করবে।
সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির জন্য কেবলমাত্র " প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মাননিধি (পিএম কিষান)" প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কৃষকবন্ধুরা সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাঙ্কের পাসবুক এবং আধারকার্ডের প্রতিলিপি সহ ফামার্স রেজিস্ট্রেশানের মাধ্যমে সার্টিফিকেট নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
উপরোক্ত নির্ধারিত স্থান ব্যতীত ও রাজ্যের অন্যান্য মহকুমায় সরকারী ধান সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হবে যার সুনির্দিষ্ট স্থান ও কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞাপ্তি করা হবে।

ICA/D-1554/2019-20

(শ্রী হীরেন্দ্র দেববর্মা), অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

চার নম্বরে কোহলির ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন হেডেনের

মুম্বই:ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলির চার নম্বরে ব্যাটিং করতে নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন অজি ওপেনার ম্যাথু হেডেন। এই ম্যাচে রোহিত শর্মা, শিখর ধবন ও কে এল রাহুলকে একসঙ্গে প্রথম একাদশে রাখতে কোহলি ব্যাটিং অর্ডারে তাঁর পছন্দের তিন নম্বর জায়গা বদল করে চার নম্বরে নামেন। ম্যাচে টসে হেরে ব্যাট করতে নামে ভারত। ইনিংসের ওপেন করেন রোহিত ও শিখর। তিন নম্বরে রাহুল। চার নম্বরে ব্যাট করতে নামেন কোহলি। যদিও এই সিদ্ধান্ত ফলপ্রসু হয়নি। টপ অর্ডারের চার ব্যাটসম্যান ৩১.২ ওভারে ১৫৬ রানের মধ্যেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। একমাত্র শিখরও হাফসেঞ্চুরির গণ্ডি পার হন। কোহলি ১৬ রান করে আউট হন।সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে হেডেন বলেছেন, ভারতীয় দলে রয়েছেন কোহলির মতো ব্যাটসম্যান, যিনি ২৩০ টার মতো একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। এরমধ্যে ১৮০ টার মতো ম্যাচে তিনি তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছেন। এই পজিশনে ব্যাট করতে নেমে প্রায় দশ হাজার রান করেছেন। তাহলে এ বিষয়ে কোনও রকম বিতর্কের অবকাশ কোথায়?কোহলির তিন নম্বরেই ব্যাট করা উচিত।হেডেন আরও বলেছেন, কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। ওই তিনজনের মধ্যে কাউকে বাইরে রাখতে হবে। ফর্ম থাকবে, চোটও থাকবে এবং অন্য কেউ সুযোগ পাবে।কদিনের ক্রিকেটে আইসিসি ক্রমতালিকায় এক নম্বর ব্যাটসম্যান কোহলি তিন নম্বরে ৬৩.৪ গড়ে রান করেছেন। চার নম্বরে ওই গড় অনেকটাই কম-৫৬.৫। ওয়াংখেড়ে সহ চার নম্বরে শেষ সাত ইনিংসে রান রান ৯,৪, অপরাজিত ৩, ১১, ১২, ৭ ও ১৬।ম্যাচের আগে কোহলি বলেছিলেন, নিজের ব্যাটিং পজিশন তিনি আঁকড়ে রাখার পক্ষপাতী নন। পরিস্থিতি অনুসারে, ব্যাটিং পজিশনের হেরফের করতে তিনি প্রস্তুত।কোহলি আরও বলেন, দলে ফর্মে থাকা খেলোয়াড় থাকা খুবই ভালো। সবাই সেরা প্লেয়ারদেরই খেলাতে চায়। এরপর ঠিক করতে হয়, দলের কম্বিনেশন কেমন হবে। ওদের তিন জনেরই (রোহিত, শিখর ও রাহুল) খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই নজির শিখর ধাওয়ানের

মুম্বই-র ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে-তে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। ওপেনার শিখর ধাওয়ান ছাড়া ভারতের আর কোনও ব্যাটসম্যানই এদিন সেভাবে জ্বলে উঠতে পারেননি। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক অনন্য নজিরের মালিকও হয়েছেন গব্বর।ধাওয়ানের ৭৪অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে-তে ৯১ বলে ৭৪ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেছেন ভারতের বাঁ-হাতি ওপেনার শিখর ধাওয়ান। ইনিংসে ৯টি চার ও ১টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন গব্বর।ওয়ানের ১ হাজারওয়াংখেড়ে-তে দুর্দান্ত হাফ-সেঞ্চুরি করার পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক হাজার রান পূর্ণ করলেন শিখর ধাওয়ান। পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে এই নজির গড়েছেন তিনি।তালিকাব. শীর্ষেঅস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে রানের নিরিখে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার্স সচিন তেন্ডুলকর। অজি শিবিরের বিরুদ্ধে ৭১টি ম্যাচে ৩০৭৭ রান করেছেন লিটল মাস্টার। ৩৭টি ম্যাচে ২০৩৭ রান করা রোহিত শর্মা রয়েছেন তালিকার দ্বিতীয় স্থানে।তালিকায় বিরাট ও ধোনিঅস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে রানের নিরিখে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি। স্টিভ স্মিথদের বিরুদ্ধে ৩৭টি ওয়ান ডে ম্যাচে ১৭২৭ রান করেছেন বিরাট। অস্ট্রেলিয়ায় বিরুদ্ধে ৫৫টি ম্যাচে ১৬৬০ রান করা এমএস ধোনি রয়েছেন তালিকার চতুর্থ স্থানে।

The **Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, Tripura(West)** invites **e-tender** against press NIT No. **21/EE/MNP/PWD(R&B)/2019-20** Dated **06/01/2020.**
For " improvement of road from Agartala- Simna road at Ch. 33.00 km to Khowai Chowmuhani via Hezamara (L= 5.50 Km)/SH: Patch soling, metalling, carpeting, side drain including 2 nos CD etc. Portion from Ch. 1.70 Km to 3.60 Km(Haticherra to Barshanpara) under RIDF(XXV) Scheme, Job No. TP/COM/ 12/2019-20."
With
· ***Estimated cost : Rs. 1,64,05,753/-***
· ***Earnest Money: Rs. 1,64,058/-***
· ***Time of Completion : 12(Twelve) months.***
· **Last Date of *bidding for* bids** — *04/02/2020* upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**
ICA/C-2191/2019-20

Press Notice Inviting e -tender NO. 10/ EE/NH-DID!/ PWD (NH)/KGT/2019-20 Dt. 08/01/2020
The Executive Engineer, PWD(NH), NH Division, Kumarghat, Unokoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed **item rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 15.00 hrs. on **27.01.2020** for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1.	DNIT No. 19/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	Rs. 3, 39,200.00	Rs. 3,392.00	365(Three hundred sixty five) days
2.	DNIT No. 20/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	Rs. 2,79,984.00	Rs. 2,800.00	365(Three hundred sixty five) days
3.	DNIT No. 21/EE/PWD(NH)/ NH-DIV/KGT/2019-20	Rs. 2,79,972.00	Rs. 2800.00	365(Three hundred sixty five) days

The last date and time for documents downloading and bidding is on **27.01.2020** up to 15:00Hrs. The bids will be opened on **28.01.2020 at 11:00 Hrs.** if possible.
For details please visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2177/2019-20

(Er. A.Kr. Das)
Executive Engineer
NH Division, PWD(NH)
Kumarghat, Unakoti Tripura.

২৭ মাস পরে কোর্টে সানিয়া

ছেলের সামনেই জিতলেন প্রথম ম্যাচ

২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে শেষবার কোর্টে দেখা গিয়েছিল ভারতের টেনিস কুইন সানিয়া মির্জাকে। তারপরে মা হয়েছেন সানিয়া। বাচ্চা ইজহান কিছুটা বড় হওয়ার পরেই কোর্টে ফিরলেন তিনি। আর ফিরলেন জয় দিয়ে। হোবার্ট আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন সানিয়া। মায়ের জয় কোর্টে বসেই দেখল বেবি ইজহান। ম্যাচের পরে মায়ের সঙ্গে হাই ফাইভও করল সে। চিন ওপেন খেলার পরেই কোর্ট থেকে বিরতি নিয়েছিলেন সানিয়া। দীর্ঘ ২৭ মাস পর ফের র‍্যাকেট তুলে নিলেন হাতে। ইউক্রেনের পার্টনার নাদিয়া কিচেনককে সঙ্গী করে ওকসানা কালাশনিকোভা ও মিয়ু কাটোর জুটিকে ২-৬, ৭-৬, ১০-৩ ফলে হারালেন সানিয়া। সেইসঙ্গে হোবার্ট আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন সানিয়ারা। ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিটের এই ম্যাচ জিতে উঠে ছেলের সঙ্গে হাই ফাইভ করতে দেখা গেল সানিয়াকে। সেখানে ছিলেন তাঁর মা-বাবাও। ম্যাচ জিতে টুইটও করেন সানিয়া। তিনি লেখেন, ''আজ আমার জীবনের অন্যতম বিশেষ দিন। এতদিন পরে প্রথম ম্যাচে আমার বাবা-মা ও আমার ছোট্ট ছেলে আমার সঙ্গে রয়েছে। আর আমরা প্রথম রাউন্ড জিতে গিয়েছি। এত ভালবাসা পাওয়ার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। হ্যাঁ, আমার সোনা বাচ্চা, আমরা করে দেখিয়েছি।''৩৩ বছরের সানিয়া ভারতের ফেড কাপের পাঁচজনের দলেও সুযোগ পেয়েছেন। ২০১৬ সালে শেষ ফেড কাপ খেলেছিলেন তিনি। এর আগে তিনটি ডবলস ও তিনটি মিক্সড ডবলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন সানিয়া। ছেলের সামনেই ফের কোর্টে প্রত্যাবর্তন হল তাঁর। বুধবার ভানিয়া কিং ও ক্রিস্টিনা ম্যাকহেলের জুটির বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামবেন সানিয়ারা।

দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে বিগ ব্যাশে অভিষেক এবি ডিভিলিয়ার্সের

তিনি এলেন, দেখলেন আর জয় করে নিলেন। বিগ ব্যাশ লিগের অভিষেক ম্যাচে এবি ডিভিলিয়ার্স শরীর ছুড়ে দিয়ে যে ক্যাচ নিলেন, তা দেখে মুগ্ধ সবাই। ওই একটা ক্যাচ ধরেই ক্রিকেটভক্তদের মন জিতে নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা।বিগ ব্যাশে ব্রিসবেন হিটের হয়ে খেলছেন এবিডি। শর্ট এক্সট্রা কভারে ফিল্ডিং করছিলেন তিনি। জেমস প্যাটিনসনের বলে জোনাথন ওয়েলসের ক্যাচটি নেন এবিডি। ডি’’ভিলিয়ার্স তালুবন্দি করায় প্যাটিনসন পাঁচটি উইকেট।বিগ ব্যাশে ম্যাচটি ছিল ব্রিসবেন হিট বনাম অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-এর। ম্যাচের বল গড়ানোর আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস এবিডি-র হাতে দলের ক্যাপ তুলে দেন। তাঁর ক্যাচ দেখে উচ্ছ্বসিত ধারাভাষ্যকার বলে ওঠেন, ''ব্রিসবেন হিটে স্বাগত এবি। দারুণ ক্যাচ নিয়েছে। জিমি প্যাটিনসন পাঁচ উইকেট নিল।''''ডার্বি ম্যাচের আগে স্বস্তির এক পয়েন্ট, পঞ্জাবে মোহনবাগানকে বাঁচালেন শ্যামনগরের শুভপ্রোটিয়া তারকা ক্যাচটা না ধরলে প্যাটিনসনের পাঁচ উইকেট হয় না। বন্ধু ক্রিস লিন না ডাকলে ব্রিসবেন হিট হয়তো পেতই না ডিভিলিয়ার্সকে। লিন এবং এবি আইপিএল-এ খেলেছেন ভিন্ন দলের হয়ে। দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা হত। লিনই ব্রিসবেন হিটে এবিডি-কে চেয়েছিলেন। বন্ধুর ডাক ফেরাতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার।রুতেই ক্যাচ ধরে তিনি জিতে নিয়েছিলেন সমর্থকদের মন। পরে ব্যাট হাতেও ভাল শুরু করেন তিনি। তাঁর ৩২ বলে ৪০ রানের ইনিংস দলের জয়কে সহজ করে। ইনিংসে ৫টি বাউন্ডারি মারেন এবিডি।

এফিডেবিট

আমি শ্রীমতী শিবানী দেবনাথ স্বামী স্বর্গত মণীন্দ্র দেবনাথ বাসস্থান হরিহর দোলা, মধ্যপাড়া, পো: কোনাবন, থানা-বিশালগড়, জেলা-সিপাহীজলা ত্রিপুরা। আমার আসল নাম শিবানী দেবনাথ। আমার ছেলে বিটু দেবনাথ এর ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রদত্ত এডমিট কার্ডে ভুল ক্রমে আমার নাম রেকর্ড হয়েছে স্বপ্না দেবনাথ। ১৪ই জানুয়ারী ২০২০ নোটারী পাবলিক আগরতলায় এক এফিডেবিট মূলে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি শিবানী দেবনাথ ও স্বপ্না দেবনাথ একই ব্যক্তি।

স্বাঃ শিবানী দেবনাথ

PNIeT No. 48/EE/PWD(DWS)/AMB/2019-20
Online percentage rate bids in single bid system is invited for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	**Name of Work: -** Water Supply Arrangement under RWS Schemes during the year 2019-20/ SH: R/mtc. Of burnt motors & different capacity pumps of different schemes within the jurisdiction of Ambassa RD Block area under DWS Sub-Division Ambassa **DNIe-T No.22/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2019-20**	Rs. 871436.00	Rs. 8714.00	Rs. 1000.00	365(Three sixty five) days	Upto 15.00 Hrs on 27/01/2020	O/O the Executive Engineer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 31/01/2020	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class/ Category as per NIe-T

All details can be seen in the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For details please visit wwW.tripuratenders.gov.in & for any query please contract : 03826-267230 / 8787354471

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-2182/2019-20

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

Press Notice Inviting e-Tender No.05/EE/WRID/AGT/2019-20, Dated 09/01/2020
NATIONAL HYDROLOGY PROJECT
INVITATIONS FOR BIDS (IFB)
E-Procurement Notice
(Two Envelope Bidding Process with e-Procurement)
NATIONAL COMPETITIVE BIDDING

Date 09/01/2020
IBRD Loan No. 8725IN
IFB No. NHP-2018-2019-TR-742582_1
AWPID No. 1873

The Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, Kunjaban, Agartala invites tenders electronically from eligible bidders for the following work.

Brief Description of the works	Approximate value of works (INR)	Period of Completion
Construction of State Dada Centre in Tripura under. Vional Hydrology Project at Water Resources Complex, Kunjaban, Agartala, West Tripura (Phase-I-Lower Ground Floor + Ground Floor + First Floor only) (2nd Call) IFB No. : NHP-2018-2019-TR-742582_1	Estimated Cost: Rs.3,71,82,494.00 (Rupees three crore seventy one lakh eighty two thousand four hundied and ninety four)oily (Including Provisional Amount)	18 Months

Bid Fee and EMD : Nil.
Bid Submission Start Date: From 16.00 hours on 03/02/2020
Bid Submission end date: Upto 15.00 hours on 17/02/2020
Pre Bid Meeting : At11.30 Hrs on 28/01/2020
Bid opening Date: At 16.00 hours on 17/02/2020
For further information please go through the IFB and www.tripuratenders.gov.in Memo No.1(14)/EE/WRID/AGT/2104-47 Dated, 09/01/2020

ICA/C-2186/2019-20

For & On behalf of Governor of Tripura
Er. B. Saha)
Executive Engineer
WR Investigation Division
Kunjaban, Agartala, Tripura
PIN : 799006 Phone : 9436135789
Email : bsaha64@gmail.com

আইনজীবি সমিতির প্রতিনিধিরা মৃত সুশান্ত ঘোষের বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি : পশ্চিম আগরতলার থানার লক আপে সুশান্ত ঘোষের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জিভূত হচ্ছে। সারাভারত আইনজীবি সমিতির এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার লঙ্কামুড়াস্থিত সুশান্ত ঘোষের বাড়িতে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। থানার লকআপে এটি একটি পরিকল্পিত ও ঠান্ডা মাথায় হত্যাকান্ড বলে অভিযোগ এনেছে সারা ভারত আইনজীবি সমিতি। সারা ভারত আইনজীবি সমিতি পুলিশী হেফাজতে সুশান্ত ঘোষ হত্যাকান্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার মেজিস্ট্রেট পর্যায়ের যে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে তাতে সঠিক তদন্ত হবে যা বলে সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত না হলে নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্ত হবে না বলেও সংগঠন মনে করে। গত ২মাস ১০ দিনে রাজ্যে দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পুলিশী হেপাজতে। একটি উদয়ফুরের রাধাকিশোর পুর থানায়, অপরটি আগরতলা পশ্চিম থানায়, এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে সরকার ও প্রশাসনের নয্যা পরিস্থিতিই ভেলে উঠছে বলেও সারা ভারত আইনজীবি সমিতির অভিমত বক্ত্য করেছেন। বিনা বিচারে পুলিশী হেপাজতে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। পরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একবারের মতোও নিহতের বাড়িতে গেলেন না। সহানুভূতি টুকু জানাননি। একটি বিবৃতি পর্যন্ত দেননি মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশী হেপাজতে সুশান্ত ঘোষকে নগ্ন ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বলেও আইনজীবি সমিতি অভিমত ব্যক্ত করেছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তারা মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে গিয়ে দাবি জানাবেন বলেও জানান সারাভারত আইনজীবি সমিতির নেতৃবৃন্দ। অর্থের প্রলোভন দিয়ে সরকার ঘটনার আড়ালের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পশ্চিম থানার ওসি এবং এসডিপিওকে বরখাস্ত করার জন্যও দাবি উঠেছে।

নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে রক্ষা করার পাশাপাশি অন্যের সংস্কতিকেও মর্যাদা দিতে হবে ঃ উপমখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে রক্ষা করার পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতিকেও মর্যাদা দিতে হবে। তবেই একটি জাতির বিকাশ পরিপূর্ণতা পাবে। আজ সন্ধ্যায় সোনামুড়া মহকুমার ঐতিহ্যবাহী দু'দিনব্যাপী বটতলী পৌষ সংক্রান্তি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীরই একটি নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এই সংস্কৃতির ধারা বজায় রেখে প্রত্যেকেই পৌষ সংক্রান্তি মেলায় নিজেদের মত করে আনন্দ অনুষ্ঠানে মেতে উঠেন।

সেই ধারা বজায় রেখে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পৌষ সংক্রান্তি মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। জাতি জনজাতি উভয় অংশের মানুষ এই মেলাগুলি প্রাণভরে উপভোগ করে থাকে। এই ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে। প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া পৌষ সংক্রান্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জমাতিয়া উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিচিত্র মোহন জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। রুদ্রসাগর সংলগ গোমতী নদীর পাড়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং নলছড় ব্লকের যোথ উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলাপরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জহরলাল ঘোষ, মোহনভোগ বি এ সি'র চেয়ারম্যান, সোনামুড়ার মহকুমা শাসক সুবত মজমদার, নলছড়ের বি ডি ও সঞ্জীব চাকমা প্রমুখ।

পৌষ সংক্রান্তি মেলা উপলক্ষে রাজ্য ও বহির্রাজ্যের হাজার হাজার পূণ্যার্থী বটতলীতে মিলিত হয়েছেন। বিভিন্ন জায়গার ব্যবসায়ীরাও তাদের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন।

ঊনকোটিতে ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি দুদিন ব্যাপী মকর সংক্রান্তি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি : কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর গৌরনগর এবং চন্ডিপুর ব্লক এর যৌথ উদ্যোগে শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি দুদিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী মকর সংক্রান্তির মেলার উদ্বোধন হলো আজ।

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলাশাসক অজিত শুক্ল দাস, সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পৌর পরিষদের চেয়ারপাসন বুলবুল চক্রবর্তী বিশিষ্ট সমাজসেবী অরুণ সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জন সিনহা সহ অন্যান্যরা।

দুদিনব্যাপী এই মকর সংক্রান্তি মেলাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের তারা পরিবেশিথ হবে সারারাত ব্যাপী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এবছরও মেলার প্রস্তুতি খামতি না থাকলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় লোকসমাগম অনেকটাই কম। প্রতিবছর যেন ঠাডা পরছে ঐতিহ্যবাহী মকর সংক্রান্তি মেলায়। একসময় শুধুমাত্র রাজ্য নয় বহি রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার পূণ্যার্থী ভিড় করত এই মকর সংকমন্ত্রান্তি মেলায় বর্তমানে দপ্তর এর তরফ থেকে বিভিন্ন প্রস্তুতি নেয়া হলো সেই ভাবে আর লোক সমাগম হচ্ছে না শৈবতীর্থ ঊনকোটির মকর সংক্রান্তি মেলায়।

মেলাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা দোকান খুলেছে তারাও অনেকটাই হতাশ। যদিও এই মকর সংক্রান্তি মেলায় বিশেষ করে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন বেশি আসে তাদের বিবিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এই মকর সংক্রান্তি কে কেন্দ্র করে। আজ সকাল দুপুর থেকেই ঊনকোটি তে চলে আসে সারারাত্র থাকার পর ভোর বেলা স্নান করে নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে। সে জায়গায় সন্ধ্যা পর্যন্ত দেড় থেকে ২০০ বেশি পুণ্যার্থীর দেখা পাওয়া যায়নি। এই ঐতিহ্যবাহী মকর সংক্রান্তি মেলায় দীর্ঘ বছর ধরে কোন মন্ত্রীকে উদ্বোধক হিসেবে পায়নি ঊনকোটি জেলাবাসী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্বোধক তথা ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলেন আজকের দিনটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। সারা দেশেই এই দিনটি পালিত হয় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে। রাজ্য ডুম্বুর, ঊনকোটি, চাকমাঘাট জাতি ও উপজাতির মেলবন্ধনে উৎসবে পরিণত হয়।

আজকের এই মকর সংক্রান্তি মেলা আহ্বায়ক তথা কৈলাসহর মহকুমা শাসক বিশাল কুমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন জাতি উপজাতি সবার জন্যই আজ ও আগামী কালকের দিন এই গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই বিশেষ দিনে জাতি-উপজাতি সকল অংশেণ মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি হয় এই মেলবন্ধন সতীত্বকে আগামী দিনে একইভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নেশার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন প্রমিলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি : নেশার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুব সমাজ। নেশার টাকার যোগান দিতে এলাকায় বাড়ছে চুরি ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যকলাপ। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এবার রুখে দাঁড়ালেন মহিলারা। ঘটনা রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ভাটি অভয়নগরের দাসপাড়া। নেশামুক্ত রাজ্য গঠনের জন্য রাজ্য সরকার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। এজন্য সরকারী তরফে নানা উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু যে সরিষা দিয়ে ভূত তাড়ানোর কথা সেই সরিষাতেই যদি ভূত আশ্রিত হয় তাহলে ভূত তাড়ানো কোন ভাবেই সম্ভব নয়। রাজ্য আরক্ষা প্রশাসনেও এ ধরনেরই প্রবনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভাটি অভয়নগরের মহিলাদের বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এলাকার মহিলারা অভিযোগ করেছেন নেশা কারবারীরা এলাকার যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিতে শুরু করেছে। নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। নেশার টাকা জোগাড় করতে প্রতিনিয়তই চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে নেশা আসক্তরা। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভাটি অভয়নগর এলাকায় নেশা কারবারী ও নেশাখোরদের দৌরাত্ম আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় জনগণ পুলিশকে জানিয়ে কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। নেশা কারবারী ও নেশাখোরদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে থানা থেকেই তাদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ নেশা বিক্রেতাদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোয়ারা আদায় করছে বলেও অভিযোগ করেছেন ভাটি অভয়নগরের দাস পাড়ার ক্ষুব্ধ মহিলারা। অবিলম্বে নেশাকারবারী ও নেশাখোরদের বিরুদ্ধে আইনী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ একা না পারলে স্থানীয় জনগণ পুল্ল্রশিকে সবধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন মহিলারা। পুলিশ নেশাকারবারী ও নেশাখোরদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে স্থানীয় মহিলারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ বলেও হুশিয়ারি নেওয়া হয়েছে।

হিন্দু বাঙালিদের অন্যতম পার্বন মকর সংক্রান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি : হিন্দু বাঙালীদের বারোমাসে তেরোপার্বনের অন্যতম পার্বন মকর সংক্রান্তি। মকর সংক্রান্তিতে হরিনাম সংকীর্তন অন্যতম আকর্ষণ। হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে বাড়ি বাড়ি হরির লুট দেওয়া হয়। হরির লুটের জন্য বাতাসা, তিল্লাই, কদমা সহ রকমারী সামগ্রীর চাহিদাও এসময় বেড়ে যায়। এ কাজে যুক্ত লোকজনরা চরম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চাহিদা অনুযায়ী সামগ্রী তৈরি করেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে হরির লুটের বাতাসা, তিল্লাই, কদমাসহ অন্যান্য সামগ্রীর চাহিদা, মূল্য সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় জানতে বাজারে গিয়ে দেখা গেল প্রতিটি দোকানেই ক্রেতাদের ভীড় রয়েছে। প্রত্যেকেই হরির নাম সংকীর্তনের জন্য তিল্লাই, বাতাসা, কদমা ইত্যাদি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগড় ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, এ বছর বিগত বছরের তুলনায় ক্রেতাদের সংখ্যা অনেকটাই কম। তিল্লাই, বাতাসা, কদমা সহ অন্যান্য সামগ্রীর মূল্যও তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ব্যবসায়ীরা জানান, মানুষের হাতে পর্যাপ্ত টাকা পয়সা নেই। এর প্রভাব পড়েছে মকর সংক্রান্তির বাজারেও। মকর সংক্রান্তির উপলক্ষ্যে বুধবার গ্রাম ত্রিপুরায় পরিলক্ষিত হবে এক বিচিত্র চিত্র। বাড়ি বাড়ি হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হবে দুনিয়া।

বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা

আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। ১৭ জানুয়ারি ২০২০অনষ্ঠেয় দ্বাদশ বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে রিকশা ব্যতীত কোনও ব্যক্তি বা কোনও গাড়ি বিধানসভা সচিবালয়ের বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে না। বিধানসভার সদস্য, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি, দর্শক এবং ত্রিপুরা এবং বিধানসভার কর্মীগণ বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে ফটকে প্রহরারত নিরাপত্তা কর্মীগণ চাইলে তাঁদের পরিচয়পত্র দেখাবেন। উল্লেখিত ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি বা অন্য কোনও যানবাহনে বৈধ অনুমতিপত্র নিয়ে অন্য কোনও বাহক ছাড়া বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন। দর্শক, সরকারি আধিকারিক, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি, বিধানসভার কর্মচারীগণ অধিবেশন কক্ষে ঢোকার সময় ব্যাগ বা অন্য কোনও জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।

প্রয়াত কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদকের বাড়িতে বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি : প্রয়াত কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক ও সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য বাবুল ভদ্রের বাড়িতে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের সফণসঙ্গী হওয়ায় ডিওয়াইএফআই নেতা। বিশ্বজিৎ দেবনাথকে পিটিয়ে গুরুতর ভাবে জখম করা হয়েছে। তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার আহত যুবকর্মীকে দেখতে মঙ্গলবার উদয়পুরে যান। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে বিরোধীনেতা মানিক সরকার। সম্প্রতি আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক বাবুল ভদ্রের। তার মৃত্যুর পর দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকরা তার বাড়িতে গিয়ে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিরোধী দলনেতা রাজ্যে না থাকায় পরবর্তী সময়ে উদয়পুরের শালগড়ায় বাবুল ভদ্রের বাড়িতে গিয়ে পরিবার পরিজনদের প্রতি মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। ওই দিন মানিক সরকারের সফর কালে এলাকায় বহু মানুষ বাবুল ভদ্রে বাড়িতে যান। এদিন স্থানীয় ডিওয়াইএফআই নেতা বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। এরই জের ধরে বিশ্বজিৎ দেবনাথের উপর আক্রমণ সংগঠিত হয়। বিশ্বজিৎ গুরুতর ভাবে আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার মঙ্গলবার উদয়পুরে গিয়ে আহত যুব কর্মীকে দেখে আসেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, কেন বিশ্বজিৎ বাবুল ভদ্রের বাড়িতে গিয়েছিল? সেই অপবাধেই খেলার মাঠে তাকে মারধর করা হয়।

এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের জনগণ বিজেপির হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে এর দুর্বিসহ ফল ভোগ করছেন, মানুষ কার হাতে রাজ্যের দায়িত্বভার তুলে দিয়েছেন সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। রাজ্য অন্ধকার থেকেও আরও গভীর অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। গতকালও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক যুবকদের মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। জঙ্গলের শাসনেও পশুরাজের সামনে কিছু নিয়ম কানুন থাকে, কিন্তু রাজ্য সরকারের সামনে কোন নিয়ম কানুনও নেই বলে মন্তব্য করেন মানিক বাবু। অবিলম্বে রাজ্যে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

ধলাই জেলাভিত্তিক প্রদর্শনী ও প্রকল্প প্রতিযোগিতা ১১ই

ধর্মনগর, ১৪ জানুয়ারি।। দুইদিন ব্যাপী উত্তর ত্রিপুরা, উনকোটি এবং ধলাই জেলাভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রদর্শনী ও প্রকল্প প্রতিযোগিতা ১১ই জানুয়ারি ধর্মনগর সরকারি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে শেষ হয়েছে। ১০ই জানুয়ারি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, অমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনসই বিজ্ঞানের আবিষএকারের ফসল। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার নানাবিধ উদ্যোগ নিচ্ছে। নানারকম সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধান অতিথির ভাষণে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ উদ্ভাবনী প্রদর্শনী ও প্রকল্প প্রতিযোগিতার প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ধর্মনগরের মহকুমা শাসক মানিক চক্রবর্তী, উত্তম ত্রিপুরার জেলা শিক্ষা আধিকারিক রিপন চক্রবর্তী, উনকোটি জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্যামল দাস, ধলাই জেলা শিক্ষা আধিকারিক অর্জুন শর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন ধর্মনগর সরকারি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্র মালাকার। ১১ই জানুয়ারি প্রতিযোগিতার সমাপ্তি দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, উত্তর ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিক রিপন চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ প্রমুখ।

টেপানিয়া ইকো পার্কে পর্যটন মন্ত্রী

উদয়পুর, ১৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে আজ টেপানিয়া ইকো পার্কে নবনির্মিত লগ হাটের উদ্বোধন করেন পর্যটন, পরিবহণ ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উদ্বোধকের ভাষণে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দের্যে ভরপুর। কেন্দ্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে যাতে রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক পর্যটন আসেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বশ্রী বি, গোমতী জেলার ডিএফ ও মহেন্দ্র সিং প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন উদয়পুরের এসডিএফ ও এইচ ভি গনেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য টিটন পাল। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রানী দাস, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সজল বিশ্বাস, টেপানিয়া ব্লকের বিডিও প্রণয় দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এর ডেপুটি ডিরেক্টর আশিষ দত্ত।

উপ অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জানুয়ারি।। সারা ভারত কৃষক সভা গোমতী জেলা কমিটির চারজনের এক প্রতিনিধি দল কৃষি দপ্তরের গোমতী জেলার উপ-অধিকর্তার নিকট দাবি পেশ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের জেলার সম্পাদক নিতাই বিশ্বাস, নিখিল দাস, দুলাল দাস ও ব্রজলাল দাস। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল সরকারি উদ্যোগে অতিসত্ত্বর প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার ব্যবস্থা করা এবং স্বামী পাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উৎপাদনের খরচের দেড়গুন দাম সহায়ক মূল্য হিসাবে দেওয়া, ঘুর্নিঝড় বুলবুল প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝায় এবং সম্প্রতি অকালর বৃষ্টিতে ধান চাষী এবং সবজী চাষীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, সরকারি উদ্যোগে সার, বীজ, ঔষুধ সরবরাহ করা এবং সরকারি স্টোরগুলিকে বেসরকারিকরণ না করা, সমস্ত কৃষকদের প্রবীন মন্ত্রি ফসল বীমা যোজনায় নিয়ে আশা ও কৃষকদেদর প্রিমিয়ামের টাকা সরকারকে বহন করার দাবি জনিয়েছে সরা ভারত কৃষক সভা গোমতী জেলা কমিটি।

প্রয়াত ইঞ্জিনিয়ার দেবাশীষ ঘোষের স্মরণ সভা আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ত্রিপুরা স্টুডেন্ট হেলথহোমে প্রয়াত ইঞ্জিনিয়ার দেবাশীষ ঘোষের স্মরণে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে এক স্মরণ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এসোসিয়েশনের কাজ করতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক স্মৃত্যু হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার দেবাশীষ ঘোষের। তাকে চির স্মরণীয় করে রাখতেই প্রতিবছর এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।